

মিড ডে মিলে থাকছে ডিম, বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ ইসকন দায়িত্বে থাকলেও পাতে ডিম থেকে বঞ্চিত হতে হবে না পড়ুয়াদের। মিড ডে মিল নিয়ে তর্ক-বিতর্কের মারেই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিরামিষ খাবার নয়, মিড ডে মিলে মিলবে ডিম। স্কুলের পড়ুয়াদের আলাদা করে ডিম দেওয়ার কথা জানানেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়ার ঘোষণার পাশাপাশি বুধবার নবান্ন থেকে একাধিক ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, “মিড ডে মিল নিয়ে যে বৈষম্য ছিল, তা আমরা দূর করেছি। আগে হাইস্কুলে মাথাপিছু মিড ডে মিলে বরাদ্দ ছিল ১০ টাকা আর, প্রাথমিকে ছিল ৬টা ৭৮ পয়সা। আমরা প্রাইমারিতেও ১০ টাকা করে বরাদ্দ করেছি।” ১ আগস্ট থেকেই এই নতুন বরাদ্দ কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে ১ আগস্ট থেকেই রাজ্য জুড়ে ‘ইসকন’ই পরিবেশন করবে মিড ডে মিলের খাবার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ইসকন সাত্বিক, শুদ্ধ, প্রোটিনযুক্ত খাবার পরিবেশন করবে। তার বাইরে আলাদা করে পড়ুয়াদের ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।” প্রোটিনযুক্ত সম্পূর্ণ আহার দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিনি। ক্ষমতায় আসার পরই মিড ডে মিল বিতরণের দায়িত্ব ইসকনকে

● এরপর ৬ পাতায়...

নিট প্রশ্ন ফাঁসে চার্জশিট দিল সিবিআই

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ নিট প্রশ্ন ফাঁসি নিয়ে উত্তাল গোটা। নেতা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইন্তফা দিয়েছেন। এই ঘটনায় তদন্ত ভার গিয়েছে সিবিআই-এর হাতে। আর এবার ছাব্বিশের নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে চার্জশিট দিলো সিবিআই। তত্বের অভিযুক্তের নামে চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সিবিআই-এর প্রতারণা, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রমাণ লোপাট, যত্নবহুর ধারায় চার্জশিট দিলো সিবিআই। সংশ্লিষ্ট চার্জশিটে ৩৬০ জন সাক্ষীর নাম সহ ৪২২ নথির উল্লেখ। জানা যাচ্ছে, ডিজিটাল ফরেনসিক এজেন্সি রিপোর্ট, হ্যান্ড রাইটিং এজেন্সি রিপোর্ট সহ চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সর্বমানে পেপার লিক করার অভিযোগে ১৩ জন অভিযুক্তই জেল হেফাজতে রয়েছে। এবার সেই ধৃতদের জেলে হেফাজতে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইল সিবিআই। ২০২৬ সালের ৬ মে নিট পরীক্ষার আয়োজন করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। ২২ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন পরীক্ষায়। পরীক্ষার কক্ষের ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসে। বহু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং কোচিং সংস্থার দাবি ছিল, পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্নপত্রের কিছু অংশ ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ থিরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর ৬ মে-র নিট পরীক্ষা বাতিল করে এনটিএ এবং পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। ঘটনার তদন্তের তুলে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে।

গুরুপূর্ণিমায় ফের বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট মহারাজের পা ছুয়ে প্রণাম



নিজস্ব প্রতিনিধি, বেলুড়, ২৯ জুলাইঃ গুরুপূর্ণিমার সকালে ফের বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পৌঁছেই তিনি মিশনের প্রধান কার্যালয়ে যান। এরপর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ গৌতমানদর্জির ঘরে গিয়ে পা ছুয়ে তাকে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুষের মালা ও মা কালীর মূর্তি উপহার দেন। বেশ কিছুক্ষণ রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে কথা হয় তাঁদের। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে দেখেন মঠ চত্বর। আজ গুরুপূর্ণিমা। স্বাভাবিকভাবেই এদিন সকাল থেকে বেলুড়ে ভক্তদের সংখ্যা ছিল চোখে

পড়ার মতো। ঘড়ির কাঁটায় এগারোটো নাগাদ বেলুড়ে পৌঁছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে এগিয়ে আসেন অনেকেই। হাটতে হাটতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে মিশনের মূল কার্যালয়ে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর যান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ গৌতমানদর্জির ঘরে। প্রথমেই যাপ্তাস্থে তাকে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর পুষের মালা ও মা কালীর মূর্তি উপহার দেন তিনি। এরপর অন্য মহারাজদেরও প্রণাম করেন তিনি। হাতে তুলে দেন উপহার। জানা গিয়েছে, এদিন

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ মহারাজদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ বহুদিনের, তাঁর কৈশোরবেলা থেকে। কলকাতায় এলে তিনি সময় করে একবার বেলুড় মঠ ঘুরে যান। সম্মানী থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর মোদির দেখানো পথে হেঁটেই বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দু মাসের ব্যবধানে এদিন ফের বেলুড়ে মুখ্যমন্ত্রী।

ধ্বনিভোটে পাশ প্রশ্নফাঁস বিরোধী সংশোধনী আইন



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে সরগরম সংসদ। আজ বিরোধীদের হই-হুটগোলের মাঝেই লোকসভায় পাশ হয়ে গেল প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল। আজ বিরোধীরা সংসদের লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন, সেই সময় ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেল প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী সংশোধনী বিল। আগামিকাল সংসদে এই সংশোধনী বিল পেশ করা হবে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরই দেশ জুড়ে বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়। দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন, বিক্ষোভ শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি। দেশের ছাত্র-যুবরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। এরপরই চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেয়। রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই সংশোধনী বিলে অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর সংসদে বিল পেশ করা হয়। আজ লোকসভায় ধ্বনিভোটে মাধ্যমে এই বিল পাশ করানো হয়। বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল সংসদে বিল পেশের সময় বিরোধী সাংসদরা ওয়াক আউট পেশ। তাদের বক্তব্য, এই সংশোধনী বিলকে সমর্থন করলেও, কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নিয়েও আলোচনার দরকার। প্রতি বছর নিট-র মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে কেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। পাশাপাশি দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশি অ্যাকশন, লাঠিচার্জ নিয়েও কেন্দ্রের

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যের ১২ জেলায় খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট পেশ, কোন তথ্য সামনে এল ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ চাপানউতোর, জল্পনা চলছিলই। এবার রাজ্যের ১২ জেলায় খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে তদন্তের রিপোর্ট পেশ। সীমান্তবর্তী জেলাগুলি-সহ ১২ জেলার জন্য পরিদর্শক দলগুলির তারফের রিপোর্ট জমা দেওয়া হল সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের তারফে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। বহু বছর ধরেই চলছে এই ধরনের মাদ্রাসা। তালিকায় রয়েছে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। এই ১২ জেলায় অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে সরকারের তৈরি করা সিলেবাস, প্রকল্প অনুসরণ করা হয় কিনা

তা নিয়ে জেলাভিত্তিক পরিদর্শনকারী কমিটি গঠন করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। সেই কমিটিই এবার রিপোর্ট সামনে আনলো। সূত্রের খবর, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে খারিজি মাদ্রাসা চলছে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেই। এগুলি পরিচালনা করার জন্য কোথা থেকে টাকা আসছে তা নিয়ে আরও বিশদ তদন্ত করার প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করছেন কমিটির সদস্যরা। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেই বিশেষ করে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। এই ১২ জেলায় অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলিতে সরকারের তৈরি করা সিলেবাস, প্রকল্প অনুসরণ করা হয় কিনা

সংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ নিট ইস্যুতে মিছিলে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য, সেটা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে মিটিং মিছিল, দুর্ভুক্তিমূলক কাজ নিষেধ করা নিয়ে গাইডলাইন বা এসওপি তৈরি করার বিষয়ে রাজ্যের কাছে অবস্থান জানাতে চাইল কোর্ট। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। গত শুক্রবার নিউর প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে মিছিল হান্নে কলকাতার রাস্তা। সেই মিছিলে আক্রান্ত হন একাধিক সাংবাদিক। ভিডেও মাঝে তাঁদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। সেই মিছিলে আহত এক সাংবাদিক মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে। আজ, বুধবার সেই মামলার রিপোর্ট তলব করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।

আদালতে আবেদন করা হয়, ছাত্র বা কোনও আন্দোলনের বিপক্ষে নয়। রাজ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করুক। যাতে মিছিলে কোনও দুর্ভুক্তিমূলক কাজ না হয়। কোনও অসামান্য কাজ হলে, সেটার দায় রাজনৈতিক দল বা আয়োজকদের নিতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয় আবেদনে। ইতিমধ্যেই ছাত্র আন্দোলন নিয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পুলিশি অভিযানের তদন্তের জন্য ‘হাই পাওয়ার’ তদন্ত কমিটি গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, অত্যাচারের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে রিপোর্ট তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরলা, বিহার, অসম, উত্তর প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

১৫ কেজি সোনা, এখনও পর্যন্ত ২০ কোটি নগদের হুদিশ! অনুব্রত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর আত্মীয়ের বাড়ি যেন টাকার খনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৯ জুলাইঃ বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। আর সেখানে উদ্ধার হওয়া টাকা গোনা এখনও চলছে। শুধু টাকা নয়, কেজি কেজি সোনাও উদ্ধারও হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই বাড়ি থেকে ১৫ কেজি সোনা পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ১০ কোটির বেশি সোনা ও ৫ কোটির বেশি নগদ মিলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে পোস্টও করেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার গভীর রাতে টুলু মণ্ডল

নামক ওই ব্যবসায়ীর আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশ। সেই অভিযানেই উদ্ধার হয়েছে পর্বতপ্রমাণ নগদ টাকা ও সোনা। রাত পার হয়ে সকাল গড়ালেও তল্লাশি অভিযান থামেনি। উদ্ধার হওয়া বাস্তব বাস্তব নোট গুনতে শেষবেশে আনা হয় পাঁচটি নোট গোনার যন্ত্র। পাহাড়প্রমাণ সেই টাকা ও সোনা সরিয়ে নিয়ে যেতে দু’টি বিরাট ট্রাক নিয়ে হাজির হয় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় সরকারি বাসের চালক হলেও মিনারের আসল ব্যবসা পাথর ও খনিতে। বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের একাধিক



খাদানের কারবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম। কিন্তু একজন বাস চালক ও পাথর ব্যবসায়ীর ঘরে কীভাবে

পাহাড়প্রমাণ নগদ ও সোনার স্তুপ জমল, তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। বোম্বাইনি উপায়ে এই অর্থ উপার্জন করা হয়েছে কি না, পুলিশ

তা খতিয়ে দেখছে। এদিকে মধ্যরাতের এই মারাত্মক অভিযানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাক্রমে পাঁচটি নোট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পুলিশ সহ বীরভূমের ডিভিপি, এসপিও প্রংশসায় ভরিয়েছেন তিনি। সাক্ষ কথ্য, বালি মাথিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি, আরও একবার দুর্নীতি বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স-এর উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একসময় বীরভূমের বোতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত খাস লোক হিসেবেই পরিচিত এই টুলু মণ্ডল। বছরের পর বছর বোম্বাইনি পাথর খাদান চালানো থেকে শুরু করে গর

পাচারের মামলাতেও নাম জড়িয়েছিল তাঁরা। ২০২২ সালেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি তাঁর বাড়ি থেকে ব্যাপক দফতরে তল্লাশি চালিয়েছিল। এখন রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নয়া সরকারের শাসনকালে টুলুর আত্মীয়ের ডেরা থেকে এই বিশাল অঙ্কের কোনো টাকা উদ্ধার হতেই সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় টুলু মণ্ডলের সরাসরি কোনও আর্থিক লেনদেন রয়েছে কি না এবং টাকা কোন বোম্বাইনি ব্যবসার মাধ্যম হয়ে সেখানে শীর্ষ আদালতের দারস্থ হয়েছেন আরও জোরদার করা হয়েছে।

পৌঁছে গেলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে নিজের আবেদন, অভিষেক জানিয়েছেন, ডিজে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তিনি। কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়েছেন। এরপরও তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর চিকিৎসার জন্য করা আবেদন সাদা দিচ্ছে না হাইকোর্ট। সেজন্যই শীর্ষ আদালতের দারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী ৬ আগস্ট সুপ্রিম

এখানে এই চিকিৎসা করা যাবে না। আপনি কি কখনও এসএসকেএম গিয়েছিলেন? চিকিৎসকরা একটা বোর্ড গঠন করুক। মেডিক্যাল বোর্ড যদি মনে করে চোখের চিকিৎসার জন্য বিশেষ যাত্রা প্রয়োজনীয়, তাহলে সমস্যা নেই।” রাজ্যের তারফে অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ বাগ্গার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর চিকিৎসার জন্য করা আবেদন সাদা দিচ্ছে না হাইকোর্ট। সেজন্যই শীর্ষ আদালতের দারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী ৬ আগস্ট সুপ্রিম

● এরপর ৬ পাতায়...

জিটিএ নয়, পাহাড়ের উন্নয়নে স্থায়ী বিকল্প চান!

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ গুরুত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই আবেদন বুধবার তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন গোষ্ঠী জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। দীর্ঘ বৈঠকের পর গুরুং জানান, জিটিএ নয়, পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সমাধান চান তাঁরা, তার জন্য দরকার বিকল্প পাশাপাশি, আগামী ৭ অক্টোবর গোষ্ঠী জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে দার্জিলিং যাওয়ার বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গুরুং। মুখ্যমন্ত্রীও এই নিমন্ত্রণে সাদা দিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন। রাজনীতিবিদদের মতে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক কলাফলের অন্যতম মূল রূপকার ছিলেন বিমল গুরুং। পাহাড়ের তিনটি কেন্দ্রেই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয় নিশ্চিত করেছিল বিজেপি।



একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা আসনগুলি থেকে বিরোধীদের একপ্রকার নিশ্চিহ্ন করার পেছনে গুরুংয়ের প্রচার ও ব্যাপক জননেতৃত্ব বড় ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজ্যে নয়া সরকার গঠনের পর

থেকেই উত্তরবঙ্গ ও শৈলশহরের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকারের কথা বলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গে বৈঠক শেষে গুরুং জানান, বৈঠকে চা বাগান, শিক্ষক নিয়োগ, পাহাড়ের পরিবহন ব্যবস্থা, জিটিএ

সহ একাধিক ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা দাবি করেছেন, তৃণমূলের আমলে জিটিএ-তে যে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতি হয়েছে, অবিলম্বে তার সরকারি ফাইল খুলে পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করতে হবে। এছাড়া তিনি জানান, গোষ্ঠীল্যান্ড নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে সমস্যা সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে আগামীদিনে। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগামী সেমবার পাহাড়ে যাচ্ছেন পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং। সেখানে পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও খতিয়ে দেখা হবে। প্রসঙ্গত, পাহাড়, তরাই ও তুয়াঙ্গের সমস্যা সমাধানে সেমবার রাজ্যের আইনমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠক করেন মোর্চা নেতৃত্ব। সেখানে মূলত গোষ্ঠীল্যান্ড আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের দায়ের করা মামলাগুলি

● এরপর ৬ পাতায়...

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির জেরার মুখে মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে এবার আরও জোরালো পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। স্ত্রী ও দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার তদন্তকারীদের তলবে সাদা দিয়ে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হল কামারহাটের তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখে সানগ্লাস পরে ইডি দপ্তরে পৌঁছন তিনি। গাড়ি থেকে নেমেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং তদন্তকারী সংস্থা যে সমস্ত নথি

‘তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব’, সিজিওতে বিধায়কের বার্তা

চেয়েছে, সেগুলিও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, কোনও ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই এবং তদন্তকারী সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে যে কাউকেই তলব করতে পারে। বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ কলকাতার বাসভবন থেকে বেরিয়ে সরাসরি সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন মদন মিত্র। সেখানে তাকে পুর নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে সূত্রের খবর। এর আগে এই মামলার তদন্তে গত সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন মদন মিত্রের দুই ছেলে। পরে তলব করা হয় তাঁর স্ত্রী অর্চনা মিত্রকেও। কয়েকদিন আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে পরিবারের সদস্যদের নামে নোটস পাঠিয়েছিল ইডি। সেই নোটসের ভিত্তিতেই

● এরপর ৬ পাতায়...

বিদেশ যেতে চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চান তিনি। আবেদন জানিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের সিদ্ধল বেঞ্চ সেই কমিটি গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, অত্যাচারের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে রিপোর্ট তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরলা, বিহার, অসম, উত্তর প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

কোর্টে অভিষেকের আবেদনের শুনানি হবে। গত ২০ জুলাই অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, “আপনার চোখের চিকিৎসা কলকাতার হাসপাতালে করা হয়নি। আদালত আপনাকে তখন যেতে দিতে পারে যখন



পৌঁছে গেলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে নিজের আবেদন, অভিষেক জানিয়েছেন, ডিজে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তিনি। কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়েছেন। এরপরও তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর চিকিৎসার জন্য করা আবেদন সাদা দিচ্ছে না হাইকোর্ট। সেজন্যই শীর্ষ আদালতের দারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী ৬ আগস্ট সুপ্রিম

● এরপর ৬ পাতায়...

গুরু পূর্ণিমা়্য শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ বৃধবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে প্রণাম। গুরু পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। উল্লেখ্য, বৃধবার দেশজুড়ে গুরু পূর্ণিমা ২০২৬ উদযাপিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন মঠ মন্দিরে এদিন এই উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এছাড়াও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির এই রাজ্যের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীরা।



নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতার অসংসদীয় ভাষা হতশাাজনক। বৃধবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল, অমিত শাহ-কে তীব্র বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাহুল এই মন্তব্যের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, এনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় গটমূলক পরামর্শ দেওয়ার পরিবর্তে তা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। বিরোধী দলনেতার ব্যবহৃত অ-সংসদীয় ভাষা সত্যিই বিস্ময়কর এটি দেখে মনে হয়, সংসদীয় রীতিনীতির প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও হঠাৎ তার কোনও ধারণা নেই। দেশের তরুণ সমাজ-যারা কিনা দেশের ভবিষ্য-তাদের ‘বোকা’ বা ‘মূর্খ’ বলে অভিহিত করার চেষ্টে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে?জিতেন্দ্র সিং আরও বলেন, বারবার স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনও গুলি চালানো হয়নি বরং কাদানে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছেছিল। যেহেতু কোনও গুলি চালানো হয়নি, তাই এ-সংক্রান্ত কোনও আদেশ জারির প্রস্তুতি ওঠে না। এই ধরনের আদেশ জারির এন্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের, মন্ত্রীর নয়।’’ জিতেন্দ্র বলেন, ২১ জুলাই, বিরোধী দলনেতা-সম্ভবত কোনও বিশেষ চিন্তার বশবতী হয়ে-প্রধানমন্ত্রী বাসভদ্র ‘ লোক কল্যাণ মার্গ’-এর বাইরে গিয়ে বসেছিলেন। মনে হয়েছিল, তাঁর মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দেশ তাঁকে নির্বাচিত করবে এবং ‘ লোক কল্যাণ মার্গ’-এ আসীন হবেন। অত্যন্ত নিম্নেয় সঙ্গ তাকে যখন বোঝানোর চেষ্টা করা হলো যে এ ধরনের আচরণ তাঁর মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়।

কমনওয়েলথ গেমসঃ পুরুষদের ১০ হাজার মিটার দৌঁড়ে ভারতের প্রথম পদক জিতলেন গুলবীর সিং



গ্লাসগো, ২৯ জুলাই : গুলবীর সিং শেষ কিলোমিটারে নির্ণায়ক পারফরম্যান্স দেখিয়ে পুরুষদের ১০ হাজার মিটার দৌঁড়ে রৌপ্য পদক জিতেছেন। মঙ্গলবার গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ২৭ঃ৪৯.৭৮ মিনিট সময় নিয়েছেন।এই ফলাফলের মাধ্যমে গুলবীর ১০ হাজার মিটার দৌঁড়ে কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ী প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ২০১০ সালে জিতিলে তে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের বিভাগে কবিতা রাউতের ব্রোঞ্জ জয়ের পর পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগ মিলিয়ে এই ইভেন্টে এটি ছিল ভারতের প্রথম পদক।

যোষণা

দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরাসর গ্রহণ করা হয়। এই ইশার্য ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম অ্যান্ড্রেশ নির্যে অনুম্বাী ঘাণা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে অসমের সাফল্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুৱাহাটী, ২৯ জুলাই : আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষ্য অসমে বাঘ সংৰক্ষণে ৰাজ্যৰ উল্লেখযোগ্য সাফল্যেৰ কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কটোৱা চোৱাশিকাৰ-বৈৰোধী ব্যবস্থা, বনাশ্ৰাণীৰ কৰিডৰ সংৰক্ষণ এবং প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ নজৰদাৱিৰ ফলে ৰাজ্যে বাঘেৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পালেছে। বিশেষ কৰে নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে গত কমেও বছৰে বাঘেৰ সংখ্যা চাৰ গুণ বৃদ্ধি পাতথাকে তিনি সংৰক্ষণ কাৰ্যক্ৰমেৰ অন্যতম বড় সাফল্য বলে উল্লেখ কৰেহেন।আজ বৃধবাৰ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এম্ম-এ এক বাৰ্তায় মুখ্যমন্ত্রী ড. শৰ্মা বলেন, ভাৰতেৰে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ কৌশল বিশ্বজুড়ে প্ৰশংসিত হমেছে এবং সেই সাফল্যে অসম গুরুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা



পালন কৰছে। বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, বনাশ্ৰাণী সুৰক্ষা এবং আধুনিক প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ পৰ্যবেক্ষণ ব্যবস্থাৰ মাধ্যমে ৰাজ্য আজ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণেৰ এক সফল মডেল হিসেবে

আত্মপ্ৰকাশ কৰেছে।ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা জানান, নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে বাঘেৰ সংখ্যা তিন থেকে বেড়ে বৰ্তমানে ১২-য় পৌঁছেছে, যা সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ স্পষ্ট

পেলেট গান ব্যবহারের নির্দেশ কে দিয়েছিলেন? লোকসভায় কেন্দ্রকে প্রিয়াক্ষার প্রশ্ন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুলাই : ছাত্র আন্দোলন ঘিরে পুলিশের ভূমিকা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াক্ষা গান্ধী বচরা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ব্যবহারের নির্দেশ কে দিয়েছিলেন এবং গত এক দশকে ঘটে যাওয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আনা সংশোধনী বিল নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রিয়াক্ষা গান্ধী বলেন, দেশের যুবকদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ও একে-৪৭ ব্যবহারের কী প্রযজ্ঞেন ছিল? ওরা কি স্বতন্ত্রসাবাদী ছিল? তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, পেলেট গান ব্যবহারের নির্দেশ কে দিয়েছিলেন? প্রধানমন্ত্রী, না



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? তাদেরই এর জবাব দিতে হবে। শুধু কংগ্রেস নয়, গোটা দেশই উত্তর চাইছে।এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, সরকার ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বল করেছে এবং দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে।প্রিয়াক্ষা গান্ধীর দাবি, গত এক দশকে ১৫২টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে

কোটি কোটি পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আনা সংশোধনী বিলের সমালোচনা করে প্রিয়াক্ষা বলেন, এই বিলে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানোর মতো কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। এতে দেশের যুবসমাজের আস্থা কীভাবে ফিরে আসবে? তিনি আরও বলেন,

প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপে অন্তর্বর্তী স্বগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জুলাই :দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনকারী ও প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বলপ্রয়োগ নিয়ে কড়া অবস্থান গ্রহণ সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আন্দোলনের জেরে আর্টিক ১৮ বহরের কম রমসি নালবকদের অভিলেখে মুক্তি দিতে হবে। তবে যাঁদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই কৌজনারি মামলা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। এই ঘটনায় দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার, কেরলম , মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যসচিবদের নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত।একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত সিসি ক্যামেরা ফুটেজ, ড্রোনের ভিডিও, বাঁদে-ক্যামেরার রেকর্ডিং, ওয়্যারলেস যোগাযোগের তথ্য এবং পিসিআর কল সংরক্ষণ করতে হবে।

নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ১৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় ১৬ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছেন সিবিআই। নিটের প্রশ্ন ফাঁস মামলার জন্য গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক অনু শ্রোভার বলিগা এর স্তানি কবরেনা।অভিযুক্তদের তালিকায় আছেন শ্যাম যাদব, মাক্গি লাল বিওয়াল, দীশেশ বিওয়াল, বিকাশ বিওয়াল, শুভম খায়রানার, বনঞ্চল লোভডে, প্রহলাদ কুলকার্নি, তেজস হর্ষদ কুমার, ড. মনোজ শিরুকে, শিবরাজ রঘুনাথ মোটিগাঁওকর, মণীষা ওয়াঘমারে,

মণীষা মানধারে এবং মণীষা সঙ্ঘয় হাওলদার। তাঁরা সকলেই বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। সিবিআই তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে।নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলার স্তানিার জন্য গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে প্রথম দিন (২৭ জুলাই) স্তানিা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। দিল্লি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি. কে. উপাধ্যায় এই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এই মামলায় স্তানিার জন্য বিচারক অনু শ্রোভার বলিগাকে নিযুক্ত করেন। আদালত পাবলিক এগজামিনেশন

ঝাড়গ্রামে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির শপথ মিছিল

ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেশ্চন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে ছাত্র আন্দোলনের জয় হিসেবে গানি কবর মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরে শপথ মিছিলের আযজেন করল জেলার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিল, দেশজুড়ে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার প্রত্যাহার এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ বাতিলের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরালার করার আহ্বান জানানো হয়।মিছিলটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সভা

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

প্রমাণ।তিনি আরও বলেন, কাজিৰঙা, মানস, ওৱাং এবং নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বৰ্তমানে ৰয়্যাল বেঙ্গল টাইগাৰেৰ নিৰাপদ আবাসস্থল হিসেবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰছে। এই অভয়াৰ্য্যাণ্ডলিৰ সুৰক্ষা এবং উন্নয়নেৰ ফলে বাঘেৰ প্ৰাকৃতিক আবাস আৰও শক্তিশালী হয়েছে।বনাশ্ৰাণী সংৰক্ষণে ৰাজ্য সরকারেৰ অঙ্গীকাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৰিবেশেৰ ভাৱসাম্য ৰক্ষায় শীৰ্ষ শিকাৰি ৰয়্যাল বেঙ্গল টাইগাৰেৰ সুৰক্ষা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই লক্ষ্যে সরকার যেনম কাজ কৰে চলেছে, তেমনি সাধাৰণ মানুষেৰ সহযোগিতাও অপৰিহাৰ্য। বনাঞ্চলেৰ পৰিবেশগত ভাৱসাম্য বজায় ৰাখতে সকলেৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখা প্ৰয়োজন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শৰ্মা।

প্রধানমন্ত্রীর সম্ভবত তাঁর উপদেষ্টাদের বদলানো উচিত। তিনি বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

নতুন নতুন কমিটি গঠন করলেই হবে না। রাধাকৃষ্ণন কমিটিও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কমিটির একটি সুপারিশও কার্যকর করা হয়নি।সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর দাবি, ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের কাজের রেকর্ড অত্যন্ত হতশাাজনক। এমনকি গতকালও এই মামলার স্তান্টিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না।প্রধানমন্ত্রীকে কঠিন করে প্রিয়াক্ষা বলেন, সংসদে বিরোধীদের দোষারোপ করে বা ফাঁকা রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে কিছু হবে না। জেন-জি প্রজন্মের আস্থা ফিরে পেতে মোহাবিল ফেরে বিভিন্ন আঙ্গুল থেকে নতুন ভিডিও বানালেই চলবে না। কামেরা অ্যাস্লেস বয়, প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর হৃদয়ের অ্যাস্লেস বদলাতে হবে।

গুরু পূর্ণিমা়্য বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী



নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৯ জুলাই : গুরু পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে বৃধবার বেলুড় মঠে শ্ৰদ্ধার্থী নিবেদন করতে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।বৃধবার সকালে বেলুড় মঠে আসেন তিনি। বেলু় মঠ প্রাঙ্গণে পৌঁছলে মঠের সন্ন্যাসী মহারাজরা তাঁকে স্বাগত জানান। জানা গেছে, রামকৃষ্ণ মঠে ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী চৌতমানন্দজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে প্রণাম জানান এবং অশীর্বাণী গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পবিত্র এই তিথিতে মঠের অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মোহনবাগান দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর শুভেচ্ছা



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ জুলাই :বৃধবার মোহনবাগান দিবস। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন তিনি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পেজে লিখেছেন, গর্বের ২৯শে জুলাই মোহনবাগান দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। এদিন তিনি সমাজ মাধ্যম এন্ড হ্যাভেন্ডেলে লেখেন, আজ ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই মোহনবাগান দিবসের শুভেচ্ছা সকল ফুটবলপ্রেমী বাঙালিদের।উল্লেখ্য, ১৯১১ সালে এই দিনেই খালি পায়ে ব্রিটিশ বধ করে প্রথমবার আইএফএ শিশু জিতেছিল মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই দিনটা বরাবরই গর্বের।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে স্মরণ, শ্রদ্ধা নিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৬-তম প্রয়াণ বার্ষিকী বৃধবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃধবার এম্ম মাধ্যমে তিনি জানায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলার বনজাগরণের অন্যতম মহান পুরোহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।অমিত শাহ আরও উল্লেখ করেন, ‘বর্পরিচয়’ রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা বর্ণমালাকে নতুন রূপ দেন এবং অগণিত শিক্ষার্থীর জন্য জ্ঞানের দ্যূার উন্মুক্ত করেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম, বিধবা



বিবাহের পক্ষে নিরলস আন্দোলন এবং নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান আজও আমাদের প্রেরণার উৎস।পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৬-তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

বৃধবার উঠলো শেয়ার বাজার, বৃদ্ধি টাকার দামেও
মুহই, ২৯ জুলাই : বৃধবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে বডসড উত্থান দেখা গেল। বাজার বন্ধের সময়ে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেঙ্গ এবং ন্যাশনাল স্টক

এক্সচেঞ্জের নিফটি- উভয় সূচকই ১ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। দিনের লেনদেনে শেষে সেনসেঙ্গ ৮৮৮.৬৮ পরেন্টে (১.১৬ শতাংশ) বেড়ে ৭৭,৬৫৪.৬০ পরেন্টে স্থির হয়।

গুরু পূর্ণিমা়্য মা-বাবাই পরম গুরুঃমন্ত্রী টিংকু

আগতলা, ২৯ জুলাই : গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্য বৃধবার আগরতলায় পটু নগরের বাসুদেব মন্দিরে বর্ণাঢ্য গুরু সন্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, যারা আমাদের কথা বলতে শেখান, পাতে শেখান, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখান এবং কটোৱা পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথ দেখান, সেই মা-বাবাই আমাদের পরম গুরু।আম্যচ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে দেশজুড়ে গুরু পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মহাভারত, বেদ ও পুরাণের রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রথম আদ্য হিসেবে সন্মান জানানো হয়। তাঁর জন্মতিথিকে কেন্দ্র করেই গুরু পূর্ণিমা পালনের প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এদিন শিক্ষক, আধ্যাত্মিক গুরু এবং জীবনের পথপ্রদর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।এই উপলক্ষে পটু নগরের বাসুদেব মন্দিরে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গুরু সন্মাননা এবং পূজার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিক্স প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান রতন ঘোষসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে মন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজকে বিশেষ সন্মাননা প্রদান



করা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, গুরু পূর্ণিমার দিনে মানুষ পরম ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভের মানুষ আধ্যাত্মিক গুরুকে স্মরণ করেন। তবে তিনি বলেন, জীবনের প্রথম শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং চলার পথ দেখান মা-বাবা। তাই তাঁদের প্রতিই সর্বাঙ্গ শ্রদ্ধা ও সন্মান জানানো প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব।তিনি আরও বলেন, বর্তমান সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা এবং ব্রহ্মোজ্জ্বলদের প্রতি সন্মানবোধ জগ্ৰত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। গুরু পূর্ণিমার মূল শিক্ষা হলো জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে সমাজকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তোলা।গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় স্থানে বিশেষ পূজা, পার্থনা, ধর্মীয় আলোচনা এবং গুরু বন্দনার মধ্য দিয়ে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

রাশিফল

মেসঃআজ আপনার জীবনে উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। দৃঢ় মনোভাব ও একাগ্রতা এমন কাজও সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে, যা আগে কঠিন মনে হচ্ছিল। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ নতুন সুযোগ আসতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকুন।
বৃষঃ আজকের দিনটি স্থিতিশীলতা ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উসাহ দেবে। আপনার ঐর্ঘ্য ও নিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। শুভদিন।
মিথুনঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পানোপ্তলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কর্কটঃখুশিতে ভরা ভালো দিন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
সিংহঃ আজ ব্যবসা ও কর্মজীবনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন এবং আগের বশে খরচ করবেন না। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সহযোগিতাপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। অর্থের ব্যয়।
কন্যাঃআজ নিজের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবেন। আপনার বিচক্ষণতা পরিকল্পনাগুলিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
তুলাঃআজ আবেগ ও দৈন্যিধীন দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রযোজ্ঞন হবে। নিজেকে আরও ভালভাবে বোঝার উন্নত অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ এরত করার অনুপ্রেরণা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজ ইতিবাচক ফল দেবে।
বৃশ্চিকঃ আপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজি অনুবোধ্য করতে পারবেন।
ধনুঃমনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাপান বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর আভিভাষ্যে থাকা কারণে আপনার এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। সন্তান হতে পারে আজ।
মকরঃ আপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে সুখি করবে। সন্তান হতে পারে আজকে।
কুম্ভঃআজ নতুন সূচনা ও অনুপ্রেরণাদায়ক যোগাযোগের জন্য অনুকূল দিন। আপনার নতুন ভাবনা ও সৃজনশীলতা অন্যদের প্ররংসা পেতে পারে। শুভদিন হবে।
মীঃমুর্দশায় থাকা কারণে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই অবিশ্বশর শরীরের থেকেই বা কি লাভ যদি এটা অন্যদের উপকারে লাগানোই না যায়। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে

আবহাওয়া

বৃধবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে বৃধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বলে পূর্বাভাস। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং-সহ পার্বত্য পাঁচ জেলায় আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জারি। শুক্রবার থেকে রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্তে সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ বাড়তে পারে।হাওয়া অফিস বুড়ো জানা গেছে, বৃধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে দুর্ঘোণের মেঘ কেটে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। বৃষ্টির তীব্রতা এবং পরিমাণ কিছুটা কম হতে পারে এ দিন থেকে।তবে, বৃধবার থেকে রবিবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের বৃষ্টির পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হ্রদ তেরতাছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আজকের সবোঁচ তপমাত্রা হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৪শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১। ৫০মিনিটে। ভাটা-বেলা ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৩ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫টা ০৭মিনিট হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

হাওড়ার ডুমুরজলায় মোহনবাগান দিবস পালন



নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ জুলাই : ডুমুরজলা মোহনবাগান ফ্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল চতুর্থ বর্ষ ‘মোহনবাগান দিবস’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ সুজয় কুণ্ডু, অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। কর্মসূচির সূচনায় প্রয়াত প্রাক্তন মোহনবাগান কর্মকর্তা টুটু বসুর স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে মোহনবাগানের অমর একাদশের প্রতিকৃতিতে মালদাদ ও পূর্ণপার্ধ্য অর্ণশের মাধ্যমে ফুটসলারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা মোহনবাগান দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ক্লাবের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং ভারতীয় ফুটবলে তার অবদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে আগামী প্রজন্মের কাছে মোহনবাগানের ইতিহাস ও আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও। শু শু স্মৃতিচারণেই সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তাও তুলে ধরে অ্যাসোসিয়েশন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে এলাকার দুটি জুনিয়র ফুটবল কোটিং সেন্টারের হাতেই ফুটবল তুলে দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য তৃণমূল স্তরে ফুটবলের প্রসার ঘটানো এবং নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলোর প্রতি আরও উৎসাহিত করা। এদিন মর্যাদাপূর্ণ ও আবেগঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে গোটা অনুষ্ঠানটি।

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স)।ঃ বুধবার থেকে আনহাওয়ার উল্লিখিত পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বলে পূর্বাভাস। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং-সহ পার্বত্য পাঁচ জেলায় আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি। শুক্রবার থেকে রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্তে সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ বাড়তে পারে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে দুযোগের মেঘ কেটে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। বৃষ্টির তীব্রতা এবং পরিমাণ কিছুটা কম হতে পারে এ দিন থেকে। তবে, বুধবার থেকে রবিবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পত্তি কর আদায়ে ধাক্কা কলকাতা-সহ একাধিক পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুলাই : রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা-সহ একাধিক পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোয় বড় পরিবর্তনের প্রভাব এবার স্পষ্ট হতে শুরু করেছে রাজস্ব আদায়ে। পুরসভা সূত্রের খবর, চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে সম্পত্তি কর আদায়ের বৃদ্ধির হার নেমে এসেছে মাত্র আড়াই শতাংশে। অথচ গত অর্থবর্ষের একই সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশেরও বেশি। কর আদায়ের এই উল্লেখযোগ্য পতন পুরসভার আর্থিক অবস্থার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর গত মে মাসে কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহান হাকিম। এরপর ৮ জুন কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই পুর প্রশাসনের দায়িত্বভার নতুনভাবে সাজানো হয় এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের অতিরিক্ত সরকারি প্রকল্পের কাজ নিয়োজিত করা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সামাজিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, শিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাসেসমেণ্ট বিভাগের বহু কর্মীকে অল্পগুণা যোজনার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে পুরসভার নিয়মিত প্রশাসনিক কাজের উপর তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। পুরসভা সূত্রের দাবি, কর্মীদের একটি বড় অংশ সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকায় নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা সংস্কার, জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের একাধিক প্রকল্পের গতি কমেছে। পাশাপাশি বর্ষাকালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং মাঠপর্যায়ের নজরদারিতেও প্রভাব পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য জরুরি পরিষেবাতেও কর্মী সংকটের ছবি সামনে এসেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে সম্পত্তি কর আদায়ের ক্ষেত্রে। পুরসভার একাংশের অধিকারিকদের মতে, বকেয়া কর আদায়ের জন্য যেভাবে নিয়মিত বাড়ি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়, বর্তমানে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ কর্মী সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকায় কর সংগ্রহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। ফলে রাজস্ব সংগ্রহের গতি কমে যাওয়ার পাশাপাশি পুরসভার আর্থিক পরিকল্পনাতেও চাপ তৈরি হয়েছে। এর আগে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নে স্থানীয় কাউন্সিলররাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা দুয়ারে সরকার-সহ একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় পুরসভার স্থায়ী কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ত না। কিন্তু নির্বাচিত পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর সেই দায়িত্বের বড় অংশ এখন পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের কায়ে এসে পড়ছে। তাঁরা নিয়মিত প্রশাসনিক দায়িত্ব সামালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে অল্পগুণা যোজনার কাজও করছেন। এরই মধ্যে আগামী ১ আগস্ট থেকে জনগণনার কাজ শুরু হওয়ার কথা। সেই কাজে পুরসভার বহু কর্মী ও অধিকারিককে যুক্ত করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে আগামী দিনে পুরসভার নৈন্যদিন পরিষেবা এবং রাজস্ব আদায়ের কাজে আরও চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিও একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নাগরিক পরিষেবার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চাই শিল্পীর বাউল গানে

বনস্পতি দে খুন্সী, ২৯ জুলাই : জেলার শ্রীরামপুরে রাষ্ট্রপতির সম্মানিত পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল কেন্দে কেন্দে বলছে বাউল গানে মেরো না, মেরো না সাংবাদিক নরে আর মেরো না। সাংবাদিকদের মারলে কেউ খবর শুনতে ,দেহতেও জানতে পারলে না। প্রতিবাদী কষ্ট উদ্ভার স্বপন দত্ত বাউল গর্জে উঠলেন সকল সাংবাদিক দেব পক্ষে নিরপত্তা সুরক্ষার দাবিতে। গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক পদকে রক্ষা করতে গেলে সব প্রথম কাজ রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও আইন আদালত জেলা প্রশাসন কে প্রজ্ঞা করতে হবে। বাউল বক্তব্যে বলেন আইন আদালত কঠোর হয়ে কটিন শাস্তির ব্যবস্থা না করলে সাংবাদিকদের ও সংবাদ মাধ্যমকে রক্ষা করা যাবে না। ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ধর্ষনভোগে পরিকল্পিত এবং একসঙ্গে অনেক সাংবাদিককে কে নিগ্রহ ছি ছি এটা লজ্জা জনক, নিন্দনীয় ঘটনা।

ভূয়ো ভিডিও বিতর্কে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

সৃজন-দেবাঞ্জনদের বিরুদ্ধে ‘অ্যান্টিসোশাল তকমা দিলীপের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৯ জুলাই : নিট প্রশ্রুফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা ধর্মতলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানুউতার আরও তীব্র হল। কলকাতার মৌলালির বলে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগকে সামনে রেখে এবার বাম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তার অভিযোগ, রাঁচির একটি পুরনো ঘটনার ভিডিওকে কলকাতার বলে প্রচার করে রাজাকে বদনাম করার চেষ্টা হয়েছে। এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভূয়ো ভিডিও ছড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং গ্রেপ্তারও করা হবে। গত শুক্রবার নিট প্রশ্রুফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকে কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিল ধর্মতলা এলাকায় পৌঁছতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন চলাকালীন একাধিক সাংবাদিক এবং পুলিশকর্মী আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায় বিজেপির পতাকা লাগানো একটি গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন যুবক মিছিল লক্ষ্য করে টমেটো এবং ইট ছুড়ছেন। বামোদের দাবি ছিল, ঘটনাটি কলকাতার মৌলালি

নতুন মাত্রা পায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, যারা ভূয়ো ভিডিও ছড়িয়ে থাকাকে ভূয়ো তথ্য প্রচারের অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে শাসকপক্ষ, অন্যদিকে ভিডিওর অবস্থান ভুল হলেও মূল ঘটনার নিদ্রা থেকে সরে আসছে না বাম নেতৃত্ব। ফলে ধর্মতলার আন্দোলনের রেশ কাটার আগেই এবার ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সংঘাত আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

ব্যাভ্ডেলের তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম খুনে সাত অভিযুক্তের যাবজ্জীবন চুঁচুড়া আদালতের ঐতিহাসিক রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুলাই : দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর অবশেষে ব্যাভ্ডেলের তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম খুন মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল আদালত। প্রায় সাত বছর আগে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত



এই বহুচর্চিত হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সাত অভিযুক্তকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে হুগলির চুঁচুড়ার তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। বুধবার বিচারক কৌশ্তভ মুখোপাধ্যায় এই সাজা ঘোষণা করেন। আদালতের রায় প্রকাশ্যে আসতেই নিহত তৃণমূল নেতার পরিবার একদিকে সন্তোষ প্রকাশ করলেও, মূল যডযন্ত্রকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি তুলেছে। আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে মহম্মদ নাসিম ওরফে গুড্ডু, সাদ্দাম হোসেন, মদলু যাদব, বৈজনাথ রায়. ওরফে হেডেক, মহম্মদ আকবর, মহম্মদ শানু এবং মহম্মদ মানু। মামলার তদন্ত চলাকালীন এই সাতজনই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। দীর্ঘ শুন্ধানি ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে

খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তারা। রেলকর্মী হিসেবে নেইহাটিতে কর্মরত ছিলেন দিলীপ রাম। প্রকাশ্য রেলস্টেশনে এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় তাঁর স্ত্রী ঋতু সিংহ ব্যাভ্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাম্তস্ত শুরু করে এবং একে একে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি পক্ষের আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, জানান, তদন্তকারী আধিকারিক নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যেই চার্জশিট জমা দেন। মামলার শুন্ধানিতে মোট ৩৯ জন সাক্ষীর বয়ান গ্রহণ করা হয়। আদালতে উপস্থাপিত প্রত্যক্ষস্মিদের সাক্ষ্য, ফরেনসিক রিপোর্ট এবং উদ্ধার হওয়া আশ্রয়স্থানের সন্দে নিহতের শরীর থেকে উদ্ধার হওয়া গুলির মিল-এই সত্য তথ্যপ্রমাণ বিচারকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে. ওঠে।

বারুইপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন, তাই পুরসভার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

উজ্জল বদ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ২৯ জুলাই : তৃনমূল পরিচালিত বারুইপুর পুরসভার ১৭ টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই জমা জলের সমস্যা়া ভোগে প্রতি বছর। ভারী বৃষ্টি হলেই জল জমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় প্রায় রাস্তায়। এমনকি শুধু রাস্তা নয় সেই জল বাড়িতে ও ঢাকে। পুরায় সরকার পরিবর্তনের পরেই এবার পুর এলাকায় এই বেহাল জল নিকাশি নিয়ে এবার সরব বারুইপুরে বিজেপির নেতৃত্ব। মঙ্গলবার বারুইপুর পুরসভার গেটের সামনে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়

অভিযোগকে ঘিরে নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন বাম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য। সৃজন ভট্টাচার্য জানান, আমরা পরে ফ্যান্সি চেক করে জানতে পেরেছি ভিডিওটা মৌলালির নয়। তবে এটাও ঠিক যে ভিডিওটি কিন্তু মিথ্যা নয়। ওই ঘটনা ঘটেছে। মিছিলকে লক্ষ্য করে বিজেপির লোকেরা টমেটো, ইট



ছুঁড়েছে। ঘটনাটি যেখানেই ঘটে থাকুন তা একইরকম নিন্দনীয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ফের শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। একদিকে ভূয়ো তথ্য প্রচারের অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে শাসকপক্ষ, অন্যদিকে ভিডিওর অবস্থান ভুল হলেও মূল ঘটনার নিদ্রা থেকে সরে আসছে না বাম নেতৃত্ব। ফলে ধর্মতলার আন্দোলনের রেশ কাটার আগেই এবার ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সংঘাত আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে নতুন উদ্যোগ, সরকারি স্কুলে বদলাচ্ছে ইউনিফর্মের নিয়ম

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৯ জুলাই : বর্ষাকাল এলেই রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। প্রতি বছরই জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মশাবাহিত এই রোগের সংক্রমণ উদ্দেগ বাড়ায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবার অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। ডেঙ্গুর সংক্রমণ থেকে পড়ুযাদের সুরক্ষিত রাখতে সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, প্রতি বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ছয় মাস সরকারি স্কুলের ছাত্রদের ফুলহাতা শার্ট এবং ফুলপ্যাট্র পড়তে হবে। একই সঙ্গে ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এমন পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে পা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা থাকে। যদি কোনও স্কুলে স্কাট ইউনিফর্ম হিসেবে নির্ধারিত থাকে, সেক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মশার কামড় থেকে পড়ুযাদের শরীর যথাসম্ভব সুরক্ষিত থাকে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, শরীরের খোলা অংশ যত কম থাকবে, ডেঙ্গুবাহী এডিস মশার কামড়ের ঝুঁকিও ততটাই কমে। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য হল স্কুলপড়ুয়া শিশুদের ডেঙ্গুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা।



পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলেও তিনি জানান। সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পোশাকবিধি চালুর আবেদন জানাবে রাজ্য সরকার। তবে বেসরকারি স্কুলগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হবে এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকবে। অর্থা

কোনও বেসরকারি স্কুলে চাইলে এই নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারে, আবার প্রজেদের নীতিমাস্কি সিদ্ধান্তও নিতে পারে। প্রতিবছর রাজ্যের বিভিন্ন জেলাযা. ডেঙ্গু

মাদক বিরোধী সচেতনতা অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৯ জুলাই : বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার ময়দার মোড়ে বৃহস্পতিবার বিকালে মাদক বিরোধী সচেতনতা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হলো।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ডি এস পি প্রশাসক আতা রহমান, জয়নগর সি আই সমিতি ভট্টাচার্য, বকুলতলা থানার ওপি শান্তনু বিশ্বাস, বারুইপুর সাইবার ক্রাইম সেলের এল এস আই সন্ধ্যা ক্রোমতান,এস আইব্রীডম দাস সহ আরো অনেকে।এদিন বক্তারা বলেন,মাদক নষ্ট করে জীবন ধ্বংস করে,পরিবার অধ্ধকার করে।এদিনের এই মাদক বিরোধী সচেতনতা অভিযান থেকে শপথ নেওয়া হয় মাদককে না বলে জীবনকে হাঁ বলতে হবে।মাদক প্রথমে সাময়িক সুখ দেয়,কিন্তু চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।মাদকমুক্ত জগতে একসাথে লড়াই করার আহবান জানানো হয় এদিন। এদিন মাদকের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইমের সচেতনতা তার উপর আলোকপাত করা হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার এই এলাকায় একটি ৬৫ বছরের বৃদ্ধা গগ ধর্ষণের শিকার হন।

বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রি, গ্রেফতার ১



নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৯ জুলাই : বারুইপুর কান্ডের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ততপর হয়েছে পুলিশ। আর তাই জয়নগর থানার সীসি সি অমিত হালদারের নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই শান্তনু বিশ্বাস,এ এস আই সৌমিত্র ঘোষ সহ পুলিশ ক্রিম বুথার রাতে জয়নগর থানার গাববেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধুরের নাম বিজয় মন্ডল (৩৩),বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাববেড়িয়া এলাকায়। ধূতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯৯ পিস ৬০০ এম এল এর বাংলা মদ,২৩ পিস ৩৫৫ এম এল এর বাংলা মদ,৩ পিস ৩৫৫ এম এল এর বাংলা মদ,৩ পিস ৭৫০ এম এল,৩ পিস ৫০০ এম এল, ১৯ পিস ১৮০ এম এল ও ৬ পিস ৩৫০ এম এল এর বাংলা মদের বোতল। ধৃতকে বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সি এ এ সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন গোস্বাির বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলিঃ কুলতলিতে সি এ এ সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বির্কণ নন্দর ও বিজেপি জেলা সভাপতি উৎপল নন্দর। নাগরিকস্ব সংশোধনী আইন (সি এএ) নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুলতলিতে একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হলো মঙ্গলবার।বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি জলাবেয়্যার কার্ণালয়ে এই শিবিরের সূচনা হয়।এদিন এই কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোস্বাা বিধানসভার বিধায়ক বির্কণ নন্দর,বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উপল নন্দর, বিজেপির কুলতলি বিধানসভার কনভেনার উত্তম হালদার সহ এলাকার বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

শেন্ট্রাল কেমিক্যালস লিমিটেড CIN: L24299WB1993PLC05949
নিবন্ধিত কার্যালয় ২১, গণেশ চট্টাচার্য রো, দে তলা, ধর্মতলা, কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট কার্যালয় ১১১০, ১১তম তলা, ১ বিজয়সেং মে, খণর গাটটি এক্সপ্রিন্স মিলে পিঙ্কন, নিটচোপিল বন্দর মালতা (পূর্বাঞ্চ), মুম্বাই - ৪০০০ ১৪, মহারাষ্ট্র

ইমেইল: info.shentral@gmail.com | ওয়েবসাইট: www.shentral.com | ফোননম্বর: ৯৮৬২৮২৬৮৭১১১

শেন্ট্রাল কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে

বাংলাধর-অমিত ললিত ঞৈন

বাবুগণনা পট্টাচকর

DIN: 0526366

বাবুগণনা পট্টাচকর

DIN: 0526366

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩

কবি মোহিতলাল

কবি, প্রবন্ধকার এবং সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার পরলোগমন করেন ২৬ জুলাই, ১৯৫২ সালে। গভীর অন্তদৃষ্টি, নিপুণ বিশ্লেষণ ও ভাব-গভীর ভাষার মহিমায় তাঁর সমালোচনাধর্মী গ্রন্থগুলো ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মানসী পত্রিকাতে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়। বীরভূমি পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বন্ধিত্ব পরিচয়ের ফলে তাঁর কাব্যচর্চায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়। এছাড়াও, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়েরন্ধ কবিতার ছন্দোমার্ধ্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মোহিতলাল কিছুকাল ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি শনিচক্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্যে কবি মোহিতলালের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও তাঁর সর্বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভাষারীতির বিশুদ্ধতা নিয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল। কবি ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তাঁর কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোঞ্জল হয়ে উঠেছিল। নজরুল ইসলামের পূর্বে আরবী-ফারসী শব্দের সাধক প্রয়োগ তাঁর রচনায়ই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত কাব্যরীতিতে মোহিতলাল ছিলেন বিদ্রোহীস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের দোহাছন্দী কবি হিসেবে তার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গি এবং রোমান্টিক ভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। জন্ম ৪ তার পৌতক বাড়ি ছিল হুগলি জেলার চুঁচুড়া মহকুমার অন্তর্গত বলাগড় গ্রাম। তাঁর বাবার নাম নন্দলাল মজুমদার। নন্দলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেতি ভাই। মোহিতলালের কর্মশাের এবং বিদ্যালয়জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার কাছে হালিশহরে মায়ের মামাবাড়িতে অবস্থান করে সেখানকার বিদ্যালয়ে পাঠশালা করেছিলেন। মোহিতলাল চার-পাঁচ বছর বয়সে কাশীমার দাসের মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হন। নয় বছর বয়সে তার রোমান্স পাঠে আগ্রহ জন্মায়। বারো-তেরো বছর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ এবং মেঘনাদ বধ কাব্য পড়ে শেষ করেন। বলাগড় বিদ্যালয় থেকে ১৯০৪ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯০৮ সালে মের্টোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ পাস করেন। কিন্তু অসুবিধায় পড়ে এম.এ পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার তালতলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯১৪ সালে সরকারি জরিপ বিভাগে কানুনগো পদে চাকরি গ্রহণ করেন। তিন বছর তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পূনরায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি। ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৪৪ সালে অধ্যাপনার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন মোহিতলাল। তারপর তিনি কলকাতা চলে আসেন। পরে বঙ্গবাসী কলেজে গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে অধ্যাপনায় যোগ দেন। বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে মোহিতলাল সৃজনধর্মী ও সুস্থিংশীল আলোচনা করে গেছেন। অনেক মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ করে ভারতীতে কবিতা লিখতেন।

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি

গঙ্গাপ্রসাদ, আশুতোষ, শ্যামাপ্রসাদ তিন পরম্পরা। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি বা সংস্কৃতির যে নিরবচ্ছিন্ন বহুস্তর বা প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাকেই পরম্পরা বলে। সতিই বিপন্ন বিশ্বায় মানবের অন্তর্গত ভক্তের ভিতরে খেলা করেন। পরম্পরা হিসেবে গঙ্গাপ্রসাদ, আশুতোষ এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তিন প্রজন্মই তাঁদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন কর্ম মারেই সাধনা এবং জীব মার্ত্রেই সাধক। তাঁরা জীবনসাধনা করেছেন, ত্যাগ করেছেন, বিচার করেছেন, পরীক্ষা করেছেন, সমাজ পরিবর্তন করেছেন। তাঁদের চিন্তাবৃত্ত সত্য সর্বদাই সচেত্ন ছিল, সেই জন্যই তাঁরা মহান হতে পেরেছেন। শ্যামাপ্রসাদ পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদের কখনো নিজের চোখে দেখেননি। তবে শুনেছিলেন তিনি চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক যেন ঝুঁনে নারকেলের মত। বাইরে শক্ত ভিতরে মিষ্টি জল। তাঁর মেজাজ বাইরে থেকে দেখলে ঠিক বোঝা যেত না; কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল ফুলের মত কোমল। কখনও দুই টাকার বেশি ফি নেননি এবং তাও গ্রহণ করেননি, যখন বুঝেছেন এই রোগীর সাংসারিক অসুস্থ এমন যে অত অল্প ফি দেওয়াও তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে। সকলের তাঁকে ভয় করতেন।তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না। কোথাও কিছু ক্রটি বিচ্যুতি সহ্য করতে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তখনকার যুগে যখন ইংরেজি -নবিশ বাঙালিরা বাংলা ভাষার কদর করতে অসম্মানবোধ করত, তখন তিনি নিজে মাতৃভাষায় বই লিখেছিলেন। কি করে নতুন মা নিজেকে গড়ে তুলবে, কি করে সন্তান পালন করতে হবে এইসব কথা তিনি বাংলায় লেখেন। এছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, পদ্যে তাঁর লেখা রামায়ণের পাভুলিপি এখনো শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক সংগ্রহে রয়েছে। তাঁর অনেক গুনাবলী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র-চিত্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর একমাত্র কামনা ছিল নিজের বিশ্বম্বে মানুষ্য করা। অতি অল্প বয়সকাল থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর বড় ছেলে শ্রীমান আশুতোষের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে যা ঠিকভাবে গাইড করতে পারলে তিনি দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠবেন। শুধু লেখাপড়ার দিক থেকে নয়,মানুষ হতে গেলে যে সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, সেগুলিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। সত্যবাদিতা, নিভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, নেতৃত্ব, সময় মতো কাজ করা, সাদাসিধে আনাড়বের জীবনযাপন করা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর অনুকূল বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন।

মা সারদা দেবী



মা সারদা দেবী বলতেন, মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সংশক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শিক্ষাদার বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানব

সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে। বোলে বোদন্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবেরে কোনও কিছু হবে না। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পূজা অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। মনকে সঠিক পথ ধরেনি়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে করার দায়িত্ব পালন করুন। তিনি ছদ্মবেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিপ্লবীদের কাছে গোপন বার্তা ও অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের পূর্বে মাস্টারদা ক্লাবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ বা রেকি করার দায়িত্ব পালন দপ্তকে দেন। পুরুষের ছদ্মবেশে ক্লাবের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার সময় প্রদেহভাজন হিসেবে বিটিশ পুলিশ তারকে প্রথমবার গ্রেফতার করে। দুই মাস

ভারত জুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

রবীন্দ্রকুমার শীল

আন্তর্জাতিক ‘বাঘ দিবস’ পালিত হল ভারতবর্ষে। আগে ভারতের জাতীয় পশু ছিল সিংহ। গ্রীক বীর আকেজভার ভারত আক্রমণ করার সময় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ভারতের সিংহ বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। পুরুর রাজসভায় সিংহের প্রতিমূর্তি থাকতো বীরত্ব প্রকাশ করার জন্যে। ভারতের সম্রাট অশোকও সিংহকে রাজদরবারে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি সিংহ মূর্তি স্তম্ভ আজকে ভারতের



কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিডিজিয়ামে পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস।

সরকারি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্রাট আশোকের সময় ভারতে সিংহের প্রধান্য ছিল। উত্তর প্রদেশের অভয়ারণ্যতে সিংহের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। বাংলায় সিংহ না থাকলে এখানে বাঘের সংখ্যা বহু পরিমানে ছিল। বর্তমান সিংহের সংখ্যা কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই স্থানে এখন বাঘ জাতীয় পশু হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। ভারতের জাতীয় পাখি হচ্ছে ময়ূর। সিংহকে জাতীয় পশু করেছিল ইংরেজ শাসকেরা। তারা এখন পর্যন্ত সিংহকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বনের পশুভার্য হচ্ছে সিংহ। সিংহ যেতুতে বনের পশুভার্য সেই কারণে বিশেষ আধুনিক মানব সভ্যতার বিকাশে ইংরেজরা নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণে মতো ভাবে। সেই কারণে তাঁদের রাজবাড়ি বাকিংহাম প্যালেসের গায়ে সিংহের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সিংহের কদর ছিল একেবারে আলাদা। মোঘল আমলে সম্রাটরা যদি সিংহ শিকার করতে পারতো তাহলে তাকে বেশি সম্মান দেওয়া হতো। মোঘল সম্রাটরা প্রতি বছরই একবার করে শিকারে যেতেন। তারা শিকার করতে গিয়ে হরিণ, বাঘ এবং সিংহ শিকার করাকে প্রাধান্য দিত। কলকাতার বহু বনেদি বাড়িতে

হরিণের মাথা বারন্দায় ঝুলতে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সিংহের কোনও প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া খুবই কুঠিন। তবে কলকাতায় বেশ কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়িতে সিংহের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে কলকাতার মার্বেল প্যালেস রয়েছে। এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার সিংহ শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু চোরা কারবারিরা সিংহ শিকার করতে থাকলে ভারতে সিংহের সংখ্যা একেবারে শূন্যতে পরিণত হয়। আফ্রিকার সিংহ সবচেয়ে বেশি

দেখতে সুন্দর। সেখানে কিন্তু কঠোরভাবে সিংহ শিকার করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি সিংহকে শিকার করে তাহলে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়ে থাকে। মিশরে সিংহের রাজদরবারে বিশেষ স্থান দেখতে পাওয়া গিয়েছে। গ্রীক সভ্যতার সিংহের কদর ছিল। রোমানরা সিংহে তাদের রাজকীয় পদক হিসাবে ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার রোমানদের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সরকারি চিহ্নে সিংহের ব্যবহার করছে। কিন্তু ভারতের সরকারি চিহ্নে অশোক স্তম্ভে সিংহ থাকলে বাঘা ছিল ভারতের জাতীয় পশু। জানতে পারা যায় যেভাবে বাঘের সংখ্যা ভারতের কমতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিতে ভারতের জাতীয় পশু হিসাবে হারিত হতে পারে। রাজদরবারে হাতির প্রতিমূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। বহু ভারতীয় দেবদেবীর প্রতীক হিসাব হাতির ব্যবহার রয়েছে। প্রতি বছর ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

বিশ্ব জুড়ে বাঘ চোরা শিকার বন্ধ এবং বাঘ সংরক্ষণ করতে এই দিবস পালন করা হয়ে থাকে। অরুণ্যোর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে মানুষকে বেশি করে সচেতন হতে হবে। বাঘ শিকার করা এক সময়ে

অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ মর্যাদা হিসাবে চিহ্নিত হতো। এখন সেটা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে বাঘ দিবস পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাঘকে সংরক্ষণ করাই এই সভ্যর মূল উদ্দেশ্য ছিল। ভারত এতে অংশ গ্রহণ করে। ভারতের ছিলেন জিম করবট। তিনি সারা জীবন ধরে নরখাদক বাঘ শিকার করে গিয়েছেন। তারপরে তিনি বুঝতে পারেন বাঘকে সংরক্ষণ না করতে পারলে কিন্তু বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে। বাঘ শিকারী জিম করবট বাঘ শিকার নিয়ে বহু গাছ রচনা করেন। তিনি মানুষ থেকে বাঘের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বাঘ শিকার করতেন। তবে বনের অন্য বাঘদের ওপরে তিনি নির্বিরোধে কোনও সময়ে গুলি চালাননি। সেই কারণে তাঁর নামে একটি জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। সেই উদ্যানে এখন বাঘের সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সচেতন। সুন্দরবন রয়্যাল বেঙ্গলের আদি বাসস্থান। সেখানকার বাঘ সবচেয়ে বেশি সুন্দর বলা যেতে পারে। বাংলার চিতা বাঘ অতি সুন্দর। চিতা বাঘ খুবই ধূর্ত এবং ক্ষীপ্র। তারা দ্রুততার সঙ্গে শিকার করে থাকে। গাছের ডালে ডালে দিকিয়ে থেকে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে নজর রাখে। তারপরে সুযোগ বুঝে গাছ থেকে একেবারে লাফ দিয়ে শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই যেন না চিতাবাঘ। ঠিক সেই রকমই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে নজর দিতে থাকে। রয়্যাল বেঙ্গর টাইগারের প্রিয় লব্ধ মানুষের মাংস। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লম্বায় নয় ফুট পর্যন্ত হয়। বাখিরার ওজন ১০০-১৮০ কেজি হয়ে থাকে। সেখানে একটি বাঘের ওজন হয় ২০০-৩০০ কেজি। বাখিরাদের উচ্চতা ৯-১০ ফুট হয়। সেখানে একটি বাঘের উচ্চতা হয় ১০-১১ ফুট। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দুই ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। স্ট্রেডেই মতো ধার এবং বাকানো হয় বাঘের নখ। এদের দৃষ্টিশক্তি তুখোড় এবং অসাধারণ শ্রবণ শক্তি থাকে। এদের তৃণভূমি, জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে দেখতে বেশি পাওয়া যায়। সুন্দরবনের অধিকাংশটা পড়ে গিয়েছে বাংলাদেশের অধীনে। সুন্দরবন ঘিরে বহু নদী রয়েছে। যার ফলে সেই সব এলাকা অতি দুর্গম। কিন্তু মানুষ সেখান যায় মধু সংগ্রহ করতে বা কাঁকড়া সংগ্রহ

করতে। এটাই সেখানকার মানুষের জীবিকা অর্জন করে। চাষবাসও রয়েছে। কিন্তু সেই চাষাবাস দিয়ে বেশি রোজগার হয় না বলেই তারা সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে মধু সংগ্রহ করে। তার ফলে বহু মানুষকেই বাঘ ধরে নিয়ে চলে গিয়েছিল গভীর জঙ্গলে। এরা ওত পেতে বসে থাকে জলার ধারে। সেখানে মানুষ বহু সময়ে কাঁকড়া ধরতে আসে। বাঘ চূপ করে তারোকে লক্ষ্য করে একটি সময়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ প্রথমে মানুষের গর্দনটাকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে কামড়ে ধরে যাতে কোনও শক্তি না পায়। মানুষের গর্দনটাকে কামড়ে ধরলে মানুষের সবশক্তি একেবারে নিরপোষ। তখন বাঘের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গতি থাকে না।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিদিন ত্রিশ চল্লিশ কেজি মাংস এরা খেতে পারে। এরা খুবই দক্ষ সীতারু হয়ে থাকে। এরা জলেও শিকার করতে পারে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাওয়া যায় ভারত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার বনে। তবে পশ্চিমবঙ্গের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর। বনে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তারা জনবসতি এলাকায় এসে হানা দেয়। আগে সুন্দরবনের পরিধি বেশি ছিল। গোসাবা থেকে শুরু হয়েছিল সুন্দরবন এলাকা। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার বিকাশে ফলে সুন্দরবন ক্রমশ ছোট হতে শুরু করেছে। সুন্দরবনকে রক্ষা করতে এখন সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ক্রমশ ছোট হয়ে এখন ঝড়খালি এলাকা থেকে শুরু হয়েছে সুন্দরবন এলাকা। সেখানে কোনও সুযোগই যেন না বলে আদালত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বলে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায় নতুন করে কোনও জনবসতি গড়ে তোলা যাবে না। বিশ্বের সবদেশই ব্যাঘ সংরক্ষণ করার জন্য টাইগার প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে। ভারত বাংলাদেশে এক যোগে কাজ শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা বলছে যে সুন্দরবন এলাকায় ক্রমাগত গাছ কাটা হলে একটি সময়ে সুন্দরবনকে একেবারে হারাতে হবে। সেই কারণে বন দফতর থেকে প্রায় সময়ে ম্যানগ্রোভ এক্সপ্লোরেশন কাজ লাগানো হয়। নদী নালা বেশি থাকার ফলে সেখানকার মাটি একেবারে নরম। দূর্গমও বটে। বিশ্ব পরিবেশকে সুরক্ষা দিতে সুন্দরবন এলাকার কেউই কোনও গাছ কাঠ কাটতে পারে না।

বেথুন কলেজের ছাত্রী কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম সংগ্রামে

অনিকেত নন্দ্রর	
	
কল্পনা দত্ত স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নিভীক বিপ্লবীরা মন যিনি ২৭ জুলাই ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের ফল নয়; এর পেছনে ছিল অসংখ্য নারী-পুরুষের নীরব ত্যাগ, অদম্য সাহস এবং আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, নারীর ভূমিকা কখনোই সহায়ক বা প্রান্তিক নয়; প্রয়োজন হলে তিনিও ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তিনি এমন এক সংগ্রামী নারী, যার সাহস, আত্মত্যাগ এবং আদর্শ স্বাধীনতার লড়াইকে নতুন শক্তি দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০) ও পরবর্তী সশস্ত্র বিদ্রোহে কল্পনা দত্ত (পরবর্তীতে কল্পনা জোশী) এক অকুতোভয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সাহসিকতার জন্য তাঁকে ‘অয়িকন্যা’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।	
কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন এবং মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা’য় যোগ দেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী দলটির জন্য গোপনে শক্তিশালী বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তিনি ছদ্মবেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিপ্লবীদের কাছে গোপন বার্তা ও অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের পূর্বে মাস্টারদা ক্লাবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ বা রেকি করার দায়িত্ব পালন দপ্তকে দেন। পুরুষের ছদ্মবেশে ক্লাবের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার সময় প্রদেহভাজন হিসেবে বিটিশ পুলিশ তারকে প্রথমবার গ্রেফতার করে। দুই মাস	

কারাভোগের পর প্রমাণের অভাবে তিনি জামিনে মুক্তি পান। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে তিনি পুরোপুরি আত্মগোপন (আভারগ্রাউন্ড) করেন



এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গৈরোলা গ্রামে ব্রিটিশ সেনাদল সূর্য সেনের গোপন আড্ডানা ঘিরে ফেললে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়, সেখানে কল্পনা দত্ত সক্রিয়ভাবে লড়াই করেন। ওই ঘটনায় সূর্য সেন গ্রেফতার হলেও কল্পনা দত্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে গৈরোলা গ্রামের আরেকটি গোপন আড্ডানা থেকে পুলিশ তাঁকে অবশেষে খেফতার করে। ঐতিহাসিক ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১৯৩০’এর তথ্যসমূহের সাথে এবং তারকেশ্বর দত্তিদারের সাথে তাঁর সংঘর্ষের তথ্যসমূহের সাথে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দত্তিদারের ফাঁসি হয় এবং বিস্ফোরক ব্যবহারের অপরাধে কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (দ্বীপান্তর) দেওয়া হয়।পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সি. এফ. আয়্যুজের মতো ব্যক্তিত্বদের বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারামুক্তির পর তিনি সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) আদর্শে দীক্ষিত হন

এবং আজীবন মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বিপ্লবী কল্পনা দত্ত; যার নাম ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ১৯১৩ সালের এই দিনে (২৭ জুলাই) চট্টগ্রামের শ্রীপুর গ্রামে জন্ম নোয়া কল্পনা দত্ত অন্যান্য সাধারণ বাঙালি মহিলাদের থেকে বেশ খানিকটা লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর, ঋজুদেহ, বলিষ্ঠ, কাঁচা হাড়দা গায়ের রঙের সাথে ছিল ভীষণ মিষ্টি এক হাসি। শৈশব থেকেই তিনি মেধাবী ছিলেন। চট্টগ্রামে স্কুলজীবন শেষ করে কলকাতার বেথুন কলেজে পড়তে যান। সেই সময় দেশজুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। ছাত্রজীবনেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং চট্টগ্রামের কিংবদন্তি বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন দলে যোগ দেন। পুরুষবেশে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস সে সময় খুব কম মানুষেই ছিল। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যদিও সেই

অভিযানে তিনি সাক্ষর অংশ নিতেন পারেননি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া, বার্তা আদান-প্রদান, অস্ত্র বহন এবং বিভিন্ন গোপন অভিযানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে প্রণ্ডার হন কল্পনা দত্ত। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। প্রথমে মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কা তৈরি হলেও পরে সেই সাজা পরিবর্তিত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপ নেয়। কারাগারে থেকেও তিনি মনোবল হারাননি। দেশজুড়ে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন নেতার প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। কারামুক্তির পরও তাঁর সংগ্রাম থেমে থাকেনি। তিনি সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পি. সি. যোশীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বাধীনতার পরও তিনি সমাজগঠন, নারীশিক্ষা ও গণমানুষের অধিকার প্রতীষ্ঠার কাজে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা এবং একটি স্মৃতিচারণ নয়; এটি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। আজকের প্রজন্মের কাছে কল্পনা দত্তের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো; ন্যায়, স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে আপস করা যায় না। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, বয়স বা লিঙ্গ নয়, মানুষের বিশ্বাস ও সাহসই ইতিহাস বদলে দেয়। কারামুক্তির পর তিনি সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) আদর্শে দীক্ষিত হন এবং আজীবন মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ১৯৪৩ সালে C.P.I.এর নেতা পূরণচাঁদ যোশীর সাথে তার বিবাহ হয়। এর পর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং দলের মহিলা ও কৃষক সংগঠনকে চালা করেন। ১৯৪৬ সালে C.P.I প্রচলি হয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জয়ী হননি। স্বাধীনতার পর তিনি ভারতে চলে আসেন।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে নিবন্ধ

জীতেন তর্কপঞ্চানন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে- ‘অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।’ উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নানা অসম্বয় এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর একদোষে ও কিছু সহযোগীদের উদ্ভোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অধুনিয়ক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল। সব সময়ে তাঁকে খুবইবরসে কষ্টের সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ছোটবেলা থেকে মৈমন জেদি এবং একণ্ডয়ের ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন’বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একণ্ডয়েরি ছবি অঙ্কণ করতে গেলেন সেখার সাহায্য নিয়ে ‘বিদ্যাসাগর-চরিত’ প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন-“পিতার তঁহার স্বভাব বৃষ্টিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ

নায়ক হয়ে উঠার নেপথ্যে ছিলেন উত্তমকুমারের স্ত্রী

পরিমল জানা	
	
মহানায়ক উত্তম কুমারের স্ত্রী গৌরী দেবী। যৌবনে তিনি ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। ভালো গান জানতেন, দারুণ রান্নাও করতেন। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে, পদ্মপুকুরের বর্ধিষ্ণু গাঙ্গুলি বাড়ির মেয়ে ছিলেন উত্তম জায়া গৌরী দেবী। গানের সূত্র ধরেই কিন্তু প্রেম হয় উত্তম-গৌরীর। চক্রবেড়িয়া স্কুলের সংগীত শিক্ষক হিসেবে	

বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন উত্তম কু মার। উত্তমকুমারের বোন অন্নপূর্ণার বন্ধু ছিলেন গৌরীদেবী, একসাথেই তাঁরা গান শিখতে যেতেন। গৌরীদেবী আসতেন তাঁদের বাড়িতেও। এমনই একদিন উত্তমদের বাড়ি আসেন গৌরী। গৌরীর গলা শুনেই উত্তম হারমোনিয়াম টেনে গলা সাথতে বসে যান। যাতে গৌরী তাঁর গান শুনতে তাঁর ঘরে আসেন। গৌরী সেদিন উত্তমের ঘরে যাননি। তবে বোন অন্নপূর্ণা এসে দাদাকে খবর দিলেন গৌরীদেবী আসছে তোর দাদার গানের গলাটা বেশ সুন্দর তো। জীবনের সেরা প্রশংসা সেদিন পেয়েছিলেন উত্তমকুমার গুরুক্ষে অরুণ। তারপর তো উত্তম-গৌরীর প্রেম এবং অবশেষে পরিণয় সুখে আবদ্ধ হন তাঁরা।

১লা জুন ওঁদের বিয়ের তারিখ।

খন্ড খন্ড চিকেন। আর ভালো বাসতেন টাংরো মাছ, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, ডেটকি মাছের কাঁচা দিয়ে ঝাল এইসব। যেতে সবভেনে কাপেটে। উঁচু টেকির উপর থাকত তাঁদের থালা। খেতে সমর লাগত মিনিট পাঁচেক মাত্র। এরপরই সোজা বিছানায়। উত্তমকে গৌরী ডাকতেন,বণিক বলে। আর গৌরীকে উত্তম ডাকতেন গজু। কোন কোন ভাবের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন গৌরী দেবী। কোন ছবি হিট হবে বা ততটাও চলবে না ছবি বলেলেই বলে দিতেন তিনি। মহানায়ক উত্তম কুমার হয়ে ওঠার নেপথ্যেও ছিল স্ত্রী হিসেবে তাঁর আবেদ আত্মত্যাগ। উত্তমকুমার তাঁর মতামতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। নিশিগাধ ছবিটি ভালো হয়েছে বলে মত দেন তিনি।

কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ ভাবে

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সমমানের করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ জুলাই : পড়ুয়ারের সরকারি শিক্ষা

সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে



প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যৌথ ভাবে রাজ্য সরকার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সমমানের করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে। শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নবায় থেকে ভার্চুয়ালি রাজ্যের ৮০ হাজারের বেশি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে তিন বছর বাদে কম্পজিট গ্র্যান্টের টাকা প্রদান করে বলেন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্র

আধুনিকীকরন করতে জাতীয় শিক্ষা নীতিকে আওতায় আনা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এক হাজার ২০০ স্কুলকে ডিজিটাল শিক্ষা সাহাযিকার আওতায় আনা হয়েছে। অভিভাবকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি তৈরি করা হবে। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। চলতে অর্থা বছরে ধাপে ধাপে ৫০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ

বন্যায় মৃতদের পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী ও পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.)ঃ অসমের বন্যাদুৰ্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰাণ ও আৰ্থিক সহায়তাৰ ঘোষণা কৰেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। মঙ্গলবাৰ রাতে ফেব্ৰুৱাৰী লাইভেৰ মাধ্যমে মুখয়মন্ত্ৰীৰ জানান, বন্যায় প্ৰাণ হারানো প্ৰত্যেক ব্যক্তির পৰিবাৰকে মোট ৯ লক্ষ টকা আৰ্থিক সহায়তা দেওযা হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষার্থী, কৃষক, তাঁতশিল্পী এবং বন্যারত পৰিবাৰগুলিৰ জনাও বিশেষ সহায়তাৰ ঘোষণা কৰা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্ৰী জানান, বন্যায় মৃত প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়কে মোট ৯ লক্ষ টকা দেওযা হই। এর মধ্যে ৪ লক্ষ টকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং ৫ লক্ষ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ত্ৰাণ তহবিল থেকে প্ৰদান কৰা হবে। এই আৰ্থিক সহায়তা পেতে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের প্ৰযোজনে হবে না বলেও স্পষ্ট কৰেন তিনি। ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা জানান, উদার ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানের সহযোগিতায়

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ত্ৰাণ তহবিলে ইতিমধ্যেই ২৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টকা জমা পড়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মাৰ্কশিট ও অন্যান্য শিক্ষাগত শংসাপত্ৰ পুনৰায়



প্ৰদান কৰা হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়গুলিকে স্কুল ইউনিফৰ্ম কোৱাৰ জনা নতুন কৰে আৰ্থিক বৰাদ্দ দেওযা হবে এবং বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকও পুনৰ্ভিতৰণ কৰা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আৰ্থিক সহায়তাৰও ঘোষণা কৰেন মুখ্যমন্ত্ৰী। এর অধীনে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা পাবেন ১,০০০ টকা, স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীরা

৩,০০০ টকা এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীরা ৫,০০০ টকা করে। তিনি আরও জানান, যে সব পৰিবাৰের বাড়িয়ৰ, পুকুৰ, তাঁত কিংবা কৃষিজমি বন্যায় ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে, তাদের সরকারি নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰবে।

এছাড়া, উজনি অসমের বন্যাদুৰ্গত পৰিবাৰগুলিকে তাম্ক্ষণিক ত্ৰাণ হিসেবে ১৫ হাজার টকা কৰে দেওযা হবে। আগামী টকা কৰে চাৰ দিনের মধ্যেই এই অৰ্থ সাৰসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওযা হবে, জানান মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী আরও ঘোষণা করেন, শিবসাগৰ, চড়াইদেও, যোৰহাট এবং গোলাঘাট জেলার অৰুণোদয়। প্ৰকল্পের মহিলা উপপ্ৰভাভাৱা এ মাসে ১,২৫০ টকাৰ পৰিবৰ্তে ২,৫০০ টকা কৰে পাবেন। নিৰ্ধাৰিত ৩ আগষ্টের পৰিবৰ্তে আগামী ১ আগষ্টই এই অৰ্থ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা কৰা হবে।

কৃষওসাগরে যুদ্ধের ছায়া, ইউক্রেনের বন্দরে আটকে ১৩ ভারতীয় নাবিক!

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : কৃষ্ণসাগৰ অঞ্চলে রাশিয়া-ইউক্ৰেন যুদ্ধের জেরে ক্ৰমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নৌপথ। হরমজ প্রণালীর পর এবার কৃষ্ণসাগরেও একের পর এক বাণিজ্যিক জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোঁন হামলার মুখে পড়ছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই ইউক্রেনের চর্নোমোরস্ক বন্দরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে আটকে রয়েছেন ১৩ জন ভারতীয় নাবিক। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ফরওয়ার্ড সিনেমাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এফএসইউআই)। সংগঠনের দাবি, বন্দরের আশপাশে লাগাতার হামলার কারণে চার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন নাবিকরা। তাঁদের দ্রুত নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপও দাবি করেছে সংগঠনটি। এফএসইউআই জানিয়েছে, ‘আমির ১’ নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ বর্তমানে ইউক্রেনের চর্নোমোরস্ক বন্দরে অবস্থান করছে। জাহাজটিতে মোট ১৫ জন নাবিক রয়েছেন, যার মধ্যে ১৩ জনই ভারতীয়। বাকি দুই নাবিক অন্য দেশের নাগরিক। সংগঠনের দাবি, জাহাজটি এমন একটি এলাকায় রয়েছে যেখানে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাতের জেরে প্রায় প্রতিদিনই ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোঁন হামলার ঘটনা ঘটেছে। ফলে জাহাজে থাকা নাবিকদের

জীবন এখন কাষাঁত ঝুঁকির মুখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এফএসইউআই জানিয়েছে, চর্নোমোরস্ক বন্দরের আশপাশে বিক্ষোভের শব্দ, ফায়ার বুল্ডী এবং লাগাতার হামলার কারণে নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ভিডিওও প্রকাশ করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে বন্দরের আশপাশে বিক্ষোভের পর আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে দেখা যায়। যদিও ভিডিওটির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবুও পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। নাবিক সংগঠনের দাবি, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জাহাজটি নিরাপদে বঙ্গদ ছেড়ে বেরোতে পারছে না। একেইসঙ্গে বন্দরে অবস্থান করাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই ভারত সরকারের কাছে ক্রুটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তারা। সংগঠনের বক্তব্য, বিদেশে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং পরিস্থিতিতে কলকাতায় এসে দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে কৃষ্ণসাগরে একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ হামলার শিকার হয়েছে।

মিড ডে মিলে থাকছে ডিম, বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

১-র পাতার পর- দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। কলকাতা আগেই শুরু হয় পাইলট প্রজেক্ট। এবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার স্কুলগুলিতেও ইসকনকেই মিড ডে মিল দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইসকন নিরামিষ খাবার দেওয়ার শুরু হয়েছিল বিতর্ক। ক্ষমতায় আসার পর থেকে মিড ডে মিল বিতরণের দায়িত্ব

ইসকনকে দেয় রাজ্য সরকার। কলকাতার স্কুলগুলিতে আগেই শুরু হয় পাইলট প্রজেক্ট। এবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার স্কুলগুলিতেও ইসকনকেই মিড ডে মিল দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানানেন শুভেন্দু। কিন্তু ইসকন নিরামিষ খাবার দেওয়ার শুরু হয়েছিল বিতর্ক। প্রশ্ন ওঠে, খাবারের খালি কিলের যথেষ্ট

প্রাটিন? ১ আগস্ট থেকে ইসকন মিড ডে মিল দেবে স্কুলগুলিতে। সপ্তাহে ১ দিন বা ২ দিন সেক্ষ ডিম দেওয়া হবে। ১ আগস্ট বেলা ১২টায় লঞ্চ হবে এই পাইলট প্রজেক্ট। থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী এছাড়া যাঁরা মিড ডে মিল রান্না করেন, তাদের বেতন ২০০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পাহাড়ের উন্নয়নে স্থায়ী বিকল্প চান!

১-র পাতার পর-প্রত্যাহারের দাবি ওঠে। এই মামলাগুলির কারণে দীর্ঘদিন পাহাড় ছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে মোটা নেতাদের। তাই নতুন সরকারের আমলে সে সব থেকে তাঁরা মুক্তি পেতে চাইছেন বলেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। আইনমন্ত্রী পর মঙ্গলবার রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন গুরুবরা। দীর্ঘ প্রায়

দু’দশক পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নবনির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা প্রদান এবং পাহাড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাল দিতে প্রকৃতি পঞ্চায়েতে আলদা বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো গড়ার দাবি তোলেন তাঁরা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গৌরমিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল বিমল

গুরুবংকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, ভূমমূল আমল শেষ হতেই পাহাড়ের রাজনীতিতে বেশ স্ফুমিয়া প্রভাব বাড়াচ্ছেন এই গোষ্ঠী নেতা। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় এসে দার্জিলিংয়ের ভবিষ্য রাজনৈতম ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায়।

স্বর্ণ থেকে এই ব্যক্তির ডাকে ‘জিন’ এসে তাড়াচ্ছিলো রোগ

মিঠুন হালদার ও মূর্শিদাবাদের সাগরদিঘি সহ গোটা জেলার ভরসা হয়ে উঠেছিল এই ‘ডাক্তারের’ চেষ্টার। ডাক্তারের দাবি ছিল , স্বর্ণ থেকে ‘জিন’ থেকে রোগ তাড়াই। আর এই দাবিতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসত তাঁর কাছে। স্বর, পেটে বাথা, বাচ্চার কান্না, মানসিক অবসাদ। এমনকি ‘জিনে’ ধরলে তা থেকে মুক্তির জন্যও দলে দলে মানুষ ভিড় জমাতো চেষ্টারো। পাশাপাশি ইউটিউবে ডাক্তারের ভিডিও ভাইরাল। ফলোয়ার ৪৭ হাজারেরও বেশি । কিন্তু এই সবকিছুর পেছনেই চলতো মানুষকে প্রতারণা করার বিশাল ব্যবসা। বুধবার সেই চেষ্টারে হানা দিয়ে ভুয়ো ডাক্তারের পর্দা ফাঁস করল সাগরদিঘি থানার পুলিশ। মূর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানা এলাকার পোপাড়া গ্রামে বছরের পর বছর ধরে ‘ মাধ্যমে’ রোগ সারানোর নামে মানুষের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার অভিযোগে এক ভুয়ো ‘জিন-মালিক’ চিকিৎসককে আটক করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাজকুল শেখ। বুধবার সকালে সাগরদিঘি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিজি সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল এবং সাগরদিঘি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ওয়াসিম আক্রাম পোপাড়া গ্রামে রাজকুলের চেষ্টারে হানা দেয়। চিকিৎসার কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং চেষ্টারটি সিল করে দেয় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগেও রাজকুল সাগরদিঘি স্টেশনের ধারে সবজি বিক্রি করতেন। এরপর নিজের বাড়িতেই তিনি একটি চেষ্টার খুলে বসেন। প্রথমে জিন-জাদু’র মাধ্যমে চিকিৎসা করলেও পরবর্তী সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বোর্ড টাঙিয়ে চলে কারবার। তাঁর দাবি ছিল, ইসলামিক রীতি মেনে তিনি স্বর্ণ থেকে জিনদের ধরে আনেন এর পর সেই জিনদের সাহায্যে বিভিন্ন জটিল রোগ সারিয়ে দেন। এমনকি ‘জিন ধরা’ রোগীকেও তিনি জিনদের সাহায্য নিয়ে নাকি নিষেধে সারিয়ে তুলতেন। শুধু চেষ্টারেরই সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর ব্যবসা। প্রচারের জন্য তিনি একটি ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছিলেন। সেখানে তিনি দেখাতেন কীভাবে জিন ডেকে রোগীকে সুস্থ করা হয়, কীভাবে জিন তাড়ানো হয়। অবৈজ্ঞানিক এই ভিডিওগুলিই তাঁর জনপ্রিয়তার মূল কারণ হয়ে ওঠে। ৪৭ হাজারেরও বেশি ফলোয়ার জুটে যায় তাঁর চ্যানেলে। ফলস্বরূপ মূর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি জেলার বাইরে থেকেও রোগীরা ভিড় জমাতো শুরু করেন তাঁর চেষ্টারো। অভিযোগ, এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্য রাজকুল প্রত্যেক রোগীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিতেন। সাধারণ মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দিনের পর দিন তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে সাগরদিঘি থানা এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। বুধবার অভিযানের সময় রাজকুলের কাছে চিকিসা বৈধ কাগজপত্র চাওয়া হলে তিনি প্রথমে তর্ক শুরু করেন। নিজের ভুল স্বীকার না করে উল্টে পুলিশ ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ‘ পদ্ধতিতে জিন জাদুর চিকিৎসা’র যুক্তি বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কোনও কথাতই সন্তুষ্ট হতে পারেননি আধিকারিকরা।জেরার মুখে রাজকুল বলেন, প্রথমেই দিকে আমি ইসলামিক পদ্ধতিতে জিন জাদুর মাধ্যমে চিকিসা করতাম। তারপর বুঝলাম চিকিৎসা করার জন্য আমার মানুষের শরীরের সম্পর্কে জানা দরকার। তখন আমি অনলাইনে একাউন্ট দু’খয়ের হোমিওপ্যাথির কোর্স করি। তারপর রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য আমি চেষ্টার খুলেছি । সাগরদিঘি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ওয়াসিম আক্রামের জানান, ধৃতের কাছে হোমিওপ্যাথি বা অন্য কোনও চিকিসা করার বৈধ ভিত্তি বা রেজিস্ট্রেশন ছিল না। জিনের নামে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চিকিৎসা করা এবং অর্থ আদায় করা সম্পূর্ণ বৈআইনি। প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

পুর নিয়েগে দুর্নীতি মামলার ইডির জেরার

১-র পাতার পর- একে একে হাজিরা দেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছিল জের চাা। সম্প্রতি রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে মদন মিত্রের নাম নতুন করে আন্দোলনে আসে সেই সময় তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, উত্তর চেয়ে তিনি ‘এবি’-কে বেশি ভয় পান। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছিলেন, তদন্তে কোনওরকম অসহযোগিতা করবেন না এবং আইন অনুযায়ী যা যা তথ্য চাওয়া হবে, সবই তুলে দেবেন। বুধবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়ে সেই অবস্থানই পুনরায় স্পষ্ট করলেন তিনি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরসভায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই মদন মিত্রের নাম উঠে আসে। তদন্তকারীদের দাবি, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রায় ১২৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের আর্থিক দিক খতিয়ে দেখতেই একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নজরে আসে কামারহাটির বিধায়কের নাম। এরপর তাঁর বাড়ি, অফিস-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্ৰ সংগ্রহ করেন। এর আগেও এই মামলায় মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বুধবারের জিজ্ঞাসাবাদে মূলত নিয়োগের বিনিময়ে কেনও বৈআইনি আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না, সেই বিষয়েই তথ্য সংগ্ৰহে জের দিয়েছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ব্যাকসের নথি, আর্থিক লেনদেনের বিবরণ এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথি মিলিয়ে ঘটনার আর্থিক যোগাপত্ৰ খতিয়ে দেখছেন বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে, ইডি দপ্তরে প্রবেশের আগে মদন মিত্র আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতেই জানান, তিনি আইনকে সম্মান করেন এবং তদন্তকারীদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তাঁর দাবি, তিনি নির্দোষ এবং তদন্তের মাধ্যমে সত্য সামনে আসবে।

ছাত্র, ইডিয়ট আর অন্ধভক্ত!

১-র পাতার পর-আরও বেড়ে যায়। রাহুল গান্ধির মুখে ‘ইডিয়ট’ শব্দ শোনার পরেই তীব্র আপত্তি জানান লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজশাহ সিং এবং সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেন, “কোনও ছাত্রের মুখে শব্দ বলে বিরোধী দলনেতা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারেন না। তিনি নিজে এই অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, এর দায় তিনি এড়াতে পারেন না।” পাল্টা দাবাবে রাহুল গান্ধি বলেন, “যদি এই শব্দে আপনাদের আপত্তি থাকে, তবে আমি অন্য শব্দ ব্যবহার করছি। আমি ‘ইডিয়ট’ শব্দটা আর ব্যবহার করব না, কিন্তু আমকে বলতে দিন। আপনারা চাইলে আমি এর বদলে অন্য প্রশ্ন শব্দ ব্যবহার করব।” এদিনের ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতা। তিনি বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সুপারিশিয়াল বিষয়, কারণ আসল শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি চালান না। শিক্ষামন্ত্রকের আসল নিয়ন্ত্রক হয় আরএসএস। মন্ত্রীর অফিসে বস। ওএসডি’র মাধ্যমেই শিক্ষা মন্ত্রক পরিচালিত হয় বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন রাহুল। তিনি আরও বলেন, আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বেহাল করে রাখা হয়েছে। গরিব পড়ুয়ারা সুযোগ পাচ্ছে না, অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ধনীরা পড়াশোনা করছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন আরএসএস সমর্থক উপাচার্য বসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন রাহুল গান্ধি।

ধ্বনিভাটে পাশ প্রশ্নফাঁস

১-র পাতার পর-কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। নতুন বিলে প্রশ্নপত্ৰ ফাঁসে জেলের সাজা আরও বাড়ানো এবং আর্থিক জরিমানার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান প্রশ্ন ফাঁসের অপরাধে তিন থেকে পাঁচ বছরের জেল এবং ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে। এই জরিমানার অঙ্ক বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে। যদি পরিকল্পনামতে প্রশ্নফাঁস করা হয়, তাহলে অপরাধীদের ৫ থেকে ১০ বছরের জেল ও ন্যূনতম ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হতে পারে। যদি কেউ অপরাধের অভিযোগ না জানান, তাহলে তাদেরও ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হতে পারে। নতুন বিল অনুযায়ী, প্রশ্নপত্ৰ ফাঁসের পর দুই মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তদন্ত। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে কোর্সের ট্রায়াল। পাঁচ মাস সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে প্রক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরই মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি এবং মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টে নিট প্রশ্নপত্ৰ ফাঁস মামলার শুনানির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হচ্ছে।

NAME CHANGE
I, Rahim Ali Sk (Old name) S/O–Iman Sk resident of Jompukur, Debagram, Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Rahim Ali Sk to Rahim Sk and henceforth I shall be known as Rahim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Dmkol court dated on 29/06/2026 . My name Rahim Sk & Rahim Ali Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ejazul Sk (Old name) S/O–Amir Sk resident of Vill-Bhakuri Dakshin , Po-Balarampur Colony ,Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Ejazul Sk to Ajajul Sk and henceforth I shall be known as Ajajul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkol court on 28/07/2026. My name Aja-jul Sk & Ejazul Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Girish Chandra Ghosh (Old name) S/O- Fakir, Resident at, VIII & Po-Daulatnagar Ps-Harischandrapur, Dist-Malda, West Bengal, 732125, West Bengal, I have changed my name Girish Chandra Ghosh to Girish Ghosh (New name) I shall be known as Girish Ghosh vide affidavit no. 22AC 898820 before the Notary at Berhampore on 28/07/2026 Girish Ghosh & Girish Chandra Ghish is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Manoj Kumar Ghosh (Old name) S/O- Gurish Ghosh, Resident at, VIII & Po-Daulatnagar Ps-Harischandrapur, Dist-Malda, West Bengal, 732125, West Bengal, I have changed my name Manoj Kumar Ghosh to Manoj Ghosh (New name) I shall be known as Manoj Ghosh vide affidavit no. 22AC 898818 before the Notary at Berhampore on 28/07/2026 Manoj Ghosh & Manoj Kumar Ghosh is same and one identical person.

বিদেশ যেতে চেয়ে

১-র পাতার পর- দিলে তদন্তে সমস্যা হবে। শেষপর্বত হাইকোর্টের সিদ্ধল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন না করে সরাসরি সুপ্রিম দরজায় পৌঁছে গেলেন অভিযেক। প্রসঙ্গত, চোখের চিকিৎসার জন্য এর আগেও একাধিকবার বিশেষ গিয়েছেন অভিযেক। ২০১৬ সালের ১৯ অক্টোবর মূর্শিদাবাদে দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে হুগলির সিদ্ধুরের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল অভিযেকের গাড়ি। ওই দুর্ঘটনায় দুগমুলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের বাঁ চোখের নিচে গুরুতর আঘাত লাগে এবং চোখের হাড় ভেঙে যায়। ওই দুর্ঘটনার পর থেকে চোখের সমস্যায় ভুগছেন অভিযেক। হাফদরাবাদ, দুবাই, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েও চিকিৎসা করিয়েছেন। একাধিকবার বাঁ চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর।

বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবসে পুলিসনেত

নববারাকপুর,২৯ জুলাই : প্রতি বছর ৩০ জুলাই বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়। মানব পাচার মূলত নারী এবং শিশু পাচারকেই ইঙ্গিত করে থাকে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান এবং এই অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দিনটি পালন করা হয়। বুধবার দুপুরে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার এবং নববারাকপুর থানার যৌথ উদ্যোগে থানা প্রদ্র্শণ থেকে থানার আইসি সুধিষা কুন্ডু সহ থানার অন্যান্য আধিকারিকরা পতাকা নেড়ে অ্যামানন ট্যাবলো গাউন্ডে সূচনা হল বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবসে সচেতনতা অভিযান।

শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ব রেলের সচেতনতা প্রচার ও বিনামূল্যে ওআরএস প্যাকেট বিতরণ

কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ বিশ্ব ওআরএস দিবস ২০২৬ উপলক্ষে, পূর্ব রেলের জরনালৈ ম্যানেজার শ্রী মিলিঙ্গ দেওস্বরের গতিশীল নেতৃত্বে আজ শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে একটি বড়ো আকারের জনসচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। শিয়ালদহের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকার্টেমি অফ পেডিয়াট্রিয়ের (ডেল্‌রিভএপি)–র সহযোগিতায় বি. আর. সিং হাসপাতাল এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেয়। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ এবং ডিআইড্রেশনের চিকিৎসা ওরাল রিইহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস)–এর সমন্বয়যোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর বিষয়ে যাত্রীদের সচেতন করা। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকার্টেমি অফ পেডিয়াট্রিয়ের সেক্রেটারি ড. মিহির সরকার, প্রফেসর ডি। দিল্লীদু রায়া চৌধুরী এবং শিয়ালদহের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এসিএমএস ড. সঞ্জীব চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে, দ্রুত ওআরএস খাওয়ানো, পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল গ্রহণ, স্বাভাবিক খাবার খাওয়া চালিয়ে যাওয়া এবং সন্মতভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলো ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি। বিশেষ করে বর্ষাকালে, যখন ডায়রিয়া, জন্মিত রোগ অনেক বেশি দেখা যায়, তখন বাড়ির কারো

NAME CHANGE
I, Md Nur Islam (Old name) S/O-Sabiruddin, Resident at, VIII-Tel-janna, Po-Mihahat, Ps-Harischandrappur, Dist-Malda, West Bengal, 732125, West Bengal, I have changed my name Md Nur Islam to Nur Islam (New name) I shall be known as Nur Islam vied affidavit no. 22AC 898819 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Nur Islam & Md Nur Islam is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bazle Ahmed (old name) S/O Late Abdus Sarif, resident of VIII: Ghuskira, PO: Ramchandrapur, PS: Murairi, Dist: Birbhun, WB, do hereby declare that I have changed my name from Bazle Ahmed (old name) to Bazle Ahamed (correct name) and henceforth I shall be known as Bazle Ahamed in all purpose, vide affidavit No 526 sworn before the Judicial Magistrate, 3rd Court, Rampurhat on 27.07.2026 Bazle Ahamed and Bazle Ahamed both are same and one identical person. That Sahanezaw Firoj Ahamed is my son.

নাম পরিবর্তন
আমি Absar Shaikh, SO Asik Shaikh, গ্রাম পোঃ নোয়াপাড়া, থানাঃ নবহাট, বীরভূমে বাসিদ্। আমার ছেলের এবং আমার আসল নাম Islam Shaikh, SO Absar Shaikh, যা ছেলের জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আমার আমার ছেলের এবং আমার নাম Islam Sk, SO Absar Sk, যা ছেলের WBBSE এন্ডার্স, আমার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয় আদালতের এফিডেবিত বলে ঘোষণা করছি Islam Shaikh, SO Absar Shaikh and Islam Sk, SO Absar Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Robul Islam, SO Abul Fayej, গ্রামঃ নগরা, পোঃ কল্যাণিত্রা, থানাঃ নবহাট, বীরহুম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আমার আসল নাম Abul Fayej যা আমার আমার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। আমার আমার আমার কার্ডে বাবার নাম Abul Fayej, SO Manik Mandol লিপিবদ্ধ আছে। আমার স্কুল সার্টিফিকেট WBBSE বাবার নাম Abul Foyez লিপিবদ্ধ আছে। ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতের এফিডেবিত বলে ঘোষণা করছি Abul Fayej and Abul Foyez, SO Manik Mandol এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, MOHAMMAD MEHEDI HASAN (old name) S/O ABUL HOSSAIN MONDAL resident of Vill-Shimulia, P.O.-Colony Shimulia, P.S.-Gaighata, District-North 24 Parganas-743249, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD MEHEDI HASAN (old name) to MD MEHEDI HASAN (new name) and henceforth I shall be known as MD MEHEDI HASAN (new name) in all purpose, vide affidavit no 45 sworn before the Notary Public at Kolkata, Date 29/07/2026, MD MEHEDI HASAN (new name) and MOHAMMAD MEHEDI HASAN (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I KASHEM ALI MOLLA (old name) S/O SAHAR ALI MOLLA resident of Vill-Ghatakpukur, P.O.-B. Gobinda-pur, P.S.-Bhangar, District-Kolkata-743502, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KASHEM ALI MOLLA (old name) to KASHEM MOLLA (new name) and henceforth I shall be known as KASHEM MOLLA (new name) in all purpose, vide affidavit no 56198 sworn before the First Class Judicial Magistrate at Alipore, Date 02/09/2024, KASHEM MOLLA (new name) and KASHEM ALI MOLLA (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I SOMA MUKHERJEE (old name) W/O ANINDYA MUKHERJEE resident of 10/1A, Sailendra Halder Street, 1st Floor, P.S.-Kalgihat, District-Kolkata-700026, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SOMA MUKHERJEE (old name) to SOMA GUHA (new name) and henceforth I shall be known as SOMA GUHA (new name) in all purpose, vide affidavit no 38 sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, Date 25/08/2009, SOMA GUHA (new name) and SOMA MUKHERJEE (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Prabhu Barua(Old name) D/o-Sukhen Barua(Old Name) residing at, 20 Malanga Lane, P.O.-Bow-bazar, P.S.-Bowbazar, Kolkata-700012 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Prabhu Barua to Prava Singh and henceforth I shall be known as Prava Singh(new name) D/o Sukhendu Bikash Barua(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah dated 28/07/2026. Prabhu Barua(Old name) D/o-Sukhen Barua(Old Name) and Prava Singh(new name) D/o Sukhendu Bikash Barua(new name) all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Manowara Khatun Mondal(Old name) W/o-Ansor Mondal(Old Name) residing at Vill-Aramdanga, P.O.-Gopalnagar, P.S.-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, PIN-743262 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Manowara Khatun Mondal to Manuwara Bibi and henceforth I shall be known as Manuwara Bibi(new name) W/o Ansar Mondal(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 20/07/2026. Manowara Khatun Mondal(Old name) W/o-Ansor Mondal(Old Name) and Manuwara Bibi(new name) all are same and one identical person.

সূচিকিংসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, NASIRUDDIN MONDAL, Son of ABDUL KALAM MONDAL resident of Vill- Bhagabatbazar, P.O & P.S -ILLAMBARA, Dist- Birbhun, West Bengal, PIN- 731214 do hereby declare that I have changed my sur-name from NASIRUDDIN ABDUL to NASIRUDDIN MONDAL and henceforth I shall be known as NASIRUDDIN MONDAL in all purpose vide affidavit no.- 1955 dt.

দৌড়ে ইতিহাস গুলবীর সিংয়ের, ভারোত্তোলনে রূপো হরজিন্দর কৌরের

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ২৯ জুলাইঃ কমনওয়েলথ গেমসে একদিনে জোড়া রূপোলি সাফল্য। ১০ হাজার মিটারে ঐতিহাসিক রূপো এনে দিলেন গুলবীর সিং। এই প্রথমবার এই ইভেন্টে পদক জিতলেন কোনও ভারতীয়। অন্যদিকে ৬৯ কেজি বিভাগের হরজিন্দর কৌরা সব মিলিয়ে পঞ্চম দিনের শেষে ভারতের ঝুলিতে দু’টো সোনা-সহ ১২টি পদক। রয়েছে নবম স্থানে। গ্লাসগোতে আধাঘণ্টা

কোনও ভারতীয়। গুলবীর এই পদক দেশকে উৎসর্গ করেন। অন্যদিকে ভারোত্তোলনে ভারতকে রূপো এনে দিলেন হরজিন্দর কৌরও। চার বছর আগে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন ৭১ কেজি বিভাগে। এবার নামেন ৬৯ কেজি বিভাগে। ব্যক্তিগত নজির টপকে মোট ২২৭ কেজি তোলেন। স্ন্যাচিংয়ে ১০১ কেজি এবং ক্লিন ও জার্ক ১২৬ কেজি তোলেন। যদিও কানাডার প্রতিযোগীরা ২৪০ কেজির কাছে রূপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে



কটন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল গুলবীরকে। স্ট্রটস্টোন স্টেডিয়ামে বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে দৌড়ানো যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। তবে শেষ ল্যাপে বাহিন্যাত করে দিলেন ২৭ বছর বয়সি ভারতীয় সেনা। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য সোনা হাতছাড়া হল ঠিকই। ২৭.৪৯.৭৮ সময়ে ১০ হাজার মিটার শেষ করে রূপো জিতলেন গুলবীর। এই প্রথমবার কমনওয়েলথ গেমসে এই ইভেন্টে পদক পেলেন

হল হরজিন্দরকে। কবাডি ও টাগ অফ ওয়ার খেলে অভিযান শুরু। পরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে ভারোত্তোলন শুরু করেন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তাঁর বাবা কখনও হাল ছাড়েননি। পঞ্চম দিনের শেষে কমনওয়েলথ গেমসে পঞ্চম তালিকায় ভারত রয়েছে নবম স্থানে। সোনা এসেছে দু’টি। সাতটি রূপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ এসেছে। সব মিলিয়ে পদক সংখ্যা ১২। ৩৫টি সোনা নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া।

আর ডাক পাবেন না টিম ইন্ডিয়া! শামির বিকল্প খুঁজে নিয়েছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন

মহম্মদ শামির আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কি শেষ? এখনও তিনি বল হাতে আঙুন বরাতে পারেন। রনজিতে বা আইপিএলে অনায়াসে উইকেট তোলেন। কিন্তু জাতীয় দলে ভাড়া বাংলায় হয়ে খেলা পেসারকে আর কোনও দিন টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একটি ক্রীড়া বিষয়ক ওয়েবসাইটের মতে, শামির বিকল্প নাকি বেছে নিয়েছেন বোর্ড নির্বাচকরা। এখন আর শামিকে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দেখছেন না আগরকররা। ওই ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, নির্বাচকরা ১৫ জন তরুণ পেসারকে বেছে নিয়েছেন। যাঁরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ফরম্যাটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন ও ওয়ানডে বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে নতুন পেস আক্রমণ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। সেখানে শামির জায়গা নেই বলেই খবর। এমনকি এই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবেও কিছু জানানো হবে না। অর্থাৎ নীরবেই বিদায় ঘটাতে শামির। যেরকম হয়েছিল চেতেশ্বর পূজারা, ইশান্ত শর্মা বা ঋদ্ধিমান সাহার। এটা হবেই, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। পেস আর্টিকলও

হল ফিটনেস। চোটের সমস্যা ভুগিয়েছে ৩৫ বছর বয়সি পেসারকে। চোট-আঘাতের সমস্যায় ভোগেন জশপ্রীত বুঝরাহও। তবে



একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে নতুনদের সুযোগ দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু তাহলে শামি কি এতটাই ব্রাত্য? অন্তত

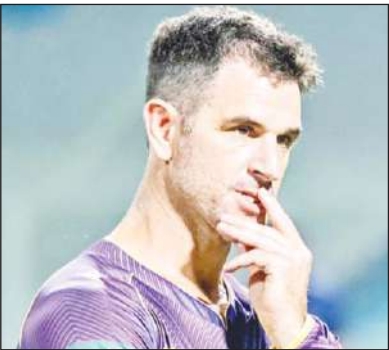
তাকে নিয়ে অনেক বেশি সাবধানী বিসিসিআই। তাই হয়তো সব টেস্টে খেলানো হবে না। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য তাকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। বরং মহম্মদ সিরাজকে নিয়মিত খেলানো হবে। ওই সূত্রের খবর, শামির সুযোগ নিয়ে আর অতীতের দিকে তাকাতে চান না নির্বাচকরা। এটা হবেই, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। পেস আর্টিকলও

পরিসংখ্যান তা বলছে না। ৩৫ বছর বয়সে রনজি সেমিফাইনালে ৮ উইকেট তুলেছেন। মোট ৭ ম্যাচে তুলেছেন ৩৭টি উইকেট। বিজয় হাজারে ট্রফিতে তুলেছেন ১৫টি উইকেট। আইপিএলে তাঁর শিকার ১২টি। বয়স বা ফিটনেসের জন্য জায়গা পাবেন না শামি। তাহলে রনজিতে ৬০ উইকেট নেওয়া আকিব নবি কেন ব্রাত্য? সেই প্রশ্ন উঠছে।

ভারতীয় দল ছাড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন ভূমিকায়, নাইট রাইডার্সে ফিরলেন দূশখাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় দলের সহকারী কোচের পদ ছাড়ার কথা আগেই জানিয়েছিলেন রায়ান টেন দূশখাতে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। তার পরে ২৪ ঘণ্টাও পেরোয়নি। ফের চেনা পরিবেশে ফিরলেন সৌভম গম্ভীরের কোচিং টিমের এই প্রাক্তন সদস্য। নাইট রাইডার্স শিরিরে যোগ দিলেন তিনি। তবে কোচিং নয়, নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। শাহরুখ খানের টিমের ‘হেড অব ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি’ পদে নিয়োগ করা হয়েছে নেদারল্যান্ডসের এই প্রাক্তন অলরাউন্ডারকে। ঠিক কি কাজ করতে হবে দূশখাতকে? নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির অধীনে থাকা বিভিন্ন দলের ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা, নতুন ও প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খোঁজ, দল গঠনের সময়ে নতুন ক্রিকেটার নিয়োগ এবং পারফরম্যান্স বিচার করে পরবর্তী পদক্ষেপ করার দায়িত্ব সামলাবেন রায়ান টেন দূশখাতে। একটি



বিবৃতিতে নাইট রাইডার্স জানিয়েছে, ‘এগুলির পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্তর্গত বিভিন্ন দলের কোচিং স্টাফদের সঙ্গে কাজ করবেন দূশখাতে। সব দলের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সাজানোর দায়িত্বও থাকবে তাঁর উপরে।’ তবে কোচিং থেকে একেবারে সরে আসছেন না দূশখাতেন। নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির তিনটি দলে সহকারী কোচ

হিসেবে থাকবেন তিনি। সেগুলি হলো- ব্রিনবাগো নাইট রাইডার্স (ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ), আবুধাবি নাইট রাইডার্স এবং লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্স (মেজর লিগ ক্রিকেট)। নাইট রাইডার্স শিরিরে ফিরে উচ্ছসিত দূশখাতে। তিনি বলেন, ‘নতুন এই ভূমিকায় নাইট রাইডার্সে ফিরতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। কোচিং ও অ্যানালিটিক্স টিমের সঙ্গে কাজ করে স্কাউটিং, ক্রিকেটারদের উন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গড়ে তোলার এটি দারুণ সুযোগ।’ উল্লেখ্য, নাইট রাইডার্সের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই যুক্ত দূশখাতে। ২০১১ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২০১২ ও ২০১৪ সালে আইপিএল জয়ী কেকেআর টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। এর পরে ২০১২ সালে কোচিং স্টাফ হিসেবে ফের কেকেআর-এ। ২০২৪ সালে কেকেআর-এর তৃতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময়েও তিনি কোচিং টিমে ছিলেন।

হলুদ জার্সি তুলে রেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে পাকাপাকি বিদায় নেইমারের

নিজস্ব প্রতিবেদন

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ২৯ জুলাইঃ জল্পনা চলছিলই। এবার তাতে পড়ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তোহর। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে পাকাপাকিভাবে অবসর ঘোষণা করলেন নেইমার। ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। দীর্ঘ ১৬ বছরের বর্ণময় কেরিয়ার। অবশেষে হলুদ জার্সিকে চিরবিদায়। কোপা সুদামেরিকানায় ভেনেজুয়েলার ইউনিভার্সিডাদ সেন্ট্রালকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে তাঁর বর্তমান ক্লাব স্যাটোনা। এই ম্যাচের পরেই নিজের ভবিষ্যতের কথা সরকারিভাবে জানান ৩৪ বছরের তারকা ফরোয়ার্ড। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে নয়ওরের কাছে হেরে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল। এমন প্রস্থান হৃদয় ভেঙেছিল সমর্থকদের। আর সেটাই হয়ে রইল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হয়ে নেইমারের শেষ ম্যাচ। মানে কোনও আক্ষেপ নেই। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সময় নিজের ১০০ শতাংশ



উজাড় করে দিয়েছেন সবসময়। অবসরের ঘোষণায় শোনা গেল সেই তৃপ্তির সুর। গোল উট কাম-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্যাটোসের ম্যাচ শেষে নেইমার বলেন, ‘‘জাতীয় দলের সঙ্গে আমার সময় শেষ। আমি ইতিহাস তৈরি করেছি, আমি খুব খুশি ছিলাম। নিজের রক্ত, নিজের জীবন দিয়েছি। হলুদ জার্সির জন্য আমি সবসময় লড়াই করেছি। তবে

এখন আর আমি লড়াই করতে চাই না।’’ এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাজিলীয় ফুটবলের এক সোনালি অধ্যায়ের সমাপ্তি। কোপা আমেরিকা থেকে শুরু করে অলিম্পিক্স কিংবা বিশ্বকাপ-সর্বত্রই দেশের জার্সিতে তাঁর অসামান্য দাপট দেখেছে ফুটবলবিশ্ব। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিদায়ের পর এবার পুরো মনোযোগ স্যাটোসের হয়ে ক্লাব ফুটবলে। সম্প্রতি নেইমারকে নিয়ে এক নয়া বিতর্ক দানা বাঁধে। অভিযোগ, লিগের একটি ড্র ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমে দলের তরুণ সতীর্থদের তিনি অপমান ও ভয় দেখিয়েছেন। গোটা জয়লা অশ্রু ফুৎকারে উড়িয়ে দেন প্রাক্তন ব্রাজিল অধিনায়ক। সাফ কথা, দলের মান বাড়াতেই তিনি কড়া কথা বলেছিলেন। নেইমার বলেন, ‘‘এটা দুঃখজনক এবং বিরক্তিকর, তবে এর জন্য আমি দায়ী নই। এই গল্পগুলো অনেকের কাছে পৌঁছায়।’’ নিজের মন্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিদায়ী তারকা। জানিয়েছেন, বৃহত্তর স্বার্থেই তাঁর এই কড়া পদক্ষেপ।

বিশ্বকাপ পরিচালনার জন্য ফিফার নতুন উদ্যোগ ফুটবলের ‘আত্মা’ বিক্রির অভিযোগ উয়েফার

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৯ জুলাইঃ ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘বাণিজ্যিক ও ইভেন্ট কার্যক্রম’ তত্ত্বাবধানে অন্য ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নামে সহায়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৪৮ দল নিয়ে সম্প্রতি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ আয়োজন করা ফিফা নতুন এই এন্টারপ্রাইজের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে আনবে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ডলার পর্যন্ত তহবিল সংগ্রহের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে এতে ‘মাইনোরিটি শেয়ার’ বিক্রির প্রস্তাব দেবে। ফিফা জানায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জশুয়া কুশনারের প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা এই প্রস্তাবিত বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক ফিফা এবং ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার মধ্যে বিভেদকে আরও স্পষ্ট ও গভীর করে তুলেছে এই প্রস্তাবটি। ইউরোপ বারবারই নিজেকে এই খেলার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তুলে ধরছে, অন্যদিকে ফিফা, একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে আর্থিক উদারতার মাধ্যমে এর সুযোগ প্রসারিত করার দিকেই মনোনিবেশ করছে। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ক্রীড়া সংস্থাগুলোর একটি ফিফা। মূলত বিশ্বকাপ ও অন্যান্য আসরের সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসরশিপ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে শত শত কোটি ডলার রাজস্ব আয় করে তারা। কিন্তু সংস্থাটি বলছে যে, খেলাটির সুযোগ প্রসারিত করতে এবং বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে তাঁদের প্রদত্ত তহবিল বাড়াতে পারে নতুন এই উদ্যোগ এবং এর থেকে প্রাপ্ত সমস্ত লাভ খেলাটিতেই পুনরায় বিনিয়োগ করা হবে। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বিবৃতিতে তুলে ধরেন তাদের এই প্রস্তাবের পেছনের ভাবনা। ‘‘ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং মানব ও সামাজিক উন্নয়নের এক অসাধারণ চালিকাশক্তি। খেলাটির কিছু অংশ সেই জনপ্রিয়তাকে অসাধারণ বাণিজ্যিক মূল্যে পরিণত করেছে - এবং আমরা সেই সাফল্য উদযাপন করি ও চাই, তা অব্যাহত থাকুক, কারণ এটি পুরো খেলাটিকে উন্নত করে।

আমাদের কাজ হলো ফুটবলের বাকি অংশও যেন বিকশিত হয়, তা নিশ্চিত করা। ফিফার অস্তিত্বই হলো বিশ্বের প্রতিটি কোণে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে সমর্থন করা।’’ ফিফা বলছে যে, তারা এই সহায়ক সংস্থাটির একক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে এবং পাশাপাশি ফুটবল পরিচালনা, প্রতিযোগিতা, ম্যাচের সূচি এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ও ক্রীড়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর তাদের ‘একচেটিয়া কর্তৃত্ব’ থাকবে। শুরুতেই

প্রবলভাবে। শৃঙ্খলাজনিত প্রক্রিয়া, রেফারিং লার্জিস্টিকস ও ম্যাচ পরিচালনা নিয়ে একাধিক মতবিরোধের জেরে বিশ্বকাপ ফাইনালে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডের চেফেরিন। ফিফার একজন মুখপাত্র বলেন, প্রস্তাবটি শিগগিরই ২১১টি সদস্য সংস্থা এবং ফিফা কাউন্সিলের কাছে একেবারে সরে আসছেন না দূশখাতেন। নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির তিনটি দলে সহকারী কোচ



এই প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে উয়েফা। তাদের মতে, এই প্রস্তাব ‘এমন একটি সীমা লঙ্ঘন করে, যা ফুটবলের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃকই লঙ্ঘন করা উচিত নয়।’’ ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কড়া বিবৃতিতে তাদের অবস্থান তুলে ধরছে এবং অন্যদেরও আহ্বান করেছে শক্ত অবস্থান নিতে। ‘‘উয়েফা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। প্রত্যেক জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রতিটি অংশীদারেরও তা-ই করা উচিত, যারা লিগ, ক্লাব, খেলোয়াড়, সমর্থক, সরকার এবং যারা এই খেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। ফুটবলের আত্মা ও শাসনব্যবস্থা কোনো কেনা-বিক্রির সম্পদ নয় - বিশেষ করে, যখন আর্থিকভাবে কারা লাভবান হচ্ছে, সেই বিষয়ে কোনো স্বচ্ছতা নেই। আমরা কেউই ফুটবলের মালিক নই। এটা ফিফার বিক্রি করার বিষয় নয়।’’ সম্প্রতিক বছরগুলোতে উয়েফা এবং ফিফার মধ্যে সম্পর্কের অনন্যতম ঘটনেকে

জানায়, এই মূলধন সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ একটি গ্রহীক কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করা হবে, যা সদস্য সংস্থাগুলোকে অবকাঠামো, কোচিং, জায়ে দল, প্রতিযোগিতা, তৃণমূল ফুটবল এবং মহিলা ফুটবলের জন্য এককালীন মূলধন হিসেবে ২ কোটি ডলার পর্যন্ত ব্যবহারের সুযোগ দেবে। ২০৩৫-২০৩৮ চক্রের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার হবে। ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেছেন যে, প্রতিটি সদস্য সংস্থার নিজস্ব ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রাপ্য তহবিলের একটি ন্যূন্য অংশ তাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত। তার মতে, ‘‘এটি বিশ্বজুড়ে ফুটবলের গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপার।’’ এই পরিকল্পনার সমালোচকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নাহাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন যে, এই খেলাটি বিনিয়োগকারীদের সম্পত্তি নয়। বিশ্বকাপ কোনো পণ্য নয়। এটি বিশ্ব ক্রীড়া জগতের

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা এবং এটি বিক্রি করার অধিকার কখনোই কারও ছিল না। আপনি এই চুক্তিকে যেভাবে খুশি সাজিয়ে তুলুন। কিন্তু এর একটি অংশ বিক্রি করে দিলেই আপনি বিক্রি হয়ে গেছেন। এই প্রস্তাবটিকে ফিফার বর্তমান নেতৃত্বের একটি ‘অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড শিহান। ক্রীড়া অর্থনীতি এই গবেষকের মতে, ‘‘একটি অলাভজনক সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে, যারা তাত্ত্বিকভাবে ফুটবলকে সকলের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাদের জন্য এই পদক্ষেপটি একটি প্রহসন।’’ ফিফা জানায়, বাইরের বিনিয়োগকারীদের আনার জন্য তারা জেপি মরগ্যানের ব্যাংকারদের সঙ্গে কাজ করছে এবং লিবার্টি মিডিয়ার প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী গ্রেগ ম্যাকফাই এতে যুক্ত আছেন বাণিজ্যিক উপদেষ্টা হিসেবে। ডেথার ক্যাপিটাল ফার্ম গ্রাইভ ক্যাপিটালের চালু করা নতুন বিনিয়োগা কৌশল, জশুয়া কুশনারের প্রতিষ্ঠিত গ্রাইভ ইন্টার্নাল, এই বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবে। ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্তর্গত অল্প সংখ্যক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধকারী একটি স্থায়ী মূলধন সংস্থা হিসেবে গ্রাইভ ইন্টার্নাল এই বছর মেজর লীগ বেসবলের স্যান ফ্রান্সিসকো জায়ান্টসে একটি ছোট অংশীদারী গ্রহণ করেছে। ওয়াল্ট ডিজনির প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী বব আইগার এখানে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। একটি সুত্র রয়টার্সকে বলে, জ্যারেড কুশনার সন্তুষ্ট বিনিয়োগকারী নন। জেপি মরগ্যান এবং জশুয়া কুশনার এ সম্পর্কে মত্ব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। মন্তব্যের ম্যাকফাই ফিফা যদিও বারবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে তাদের মতো করেই। বাইরের বিনিয়োগকারীদের এফএফই-তে শুধুমাত্র মাইনোরিটি শেয়ার থাকবে এবং তারা কোনো পরিচালনগত ভূমিকা পালন করবে না। একইভাবে, তারা ফিফার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করছে, যোদ ফিফাতে নয়। ফিফার জন্য এতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajo dhya, Purulia, pin : 723201

১. প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কন্টেক্স থাকার ব্যবস্থা।
১. অতিথিদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইটেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।
৩. গাড়ি- পিক আপ, সাইট সিংহ, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সং ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।
৪. স্থানীয় সংস্কৃতি - ছৌ নাচ, আদিবাসী নাছ, পাতা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।

8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com

CHECK IN: 10:00 AM & CHECK OUT: 9:00 AM